বর্ষ ১ সংখ্যা ১৭

নিউ ইন্ডিয়া

১-১৫ মার্চ, ২০২১

বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

সমাচার

পূর্বোদয়

নতুন ভারতের নতুন মন্ত্র

দেশে পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চলের মধ্যে উন্নয়নে সমতা আনতে সরকারের সিদ্ধান্ত এবং উদ্যোগের মাধ্যমে পূর্ব ভারতের উন্নতি ও বিকাশে গতি আসছে

বিশ্ব ক্রেতা অধিকার দিবস

নতুন ভারতে ক্রমবর্দ্ধমান ক্রেতাদের ওপর ভরসা

- ক্রেতাদের সন্তুষ্ট করার জন্য ভারত বিশ্বের শীর্ষ দেশগুলির তালিকায় সামিল হতে চলেছে
- করোনা ভাইরাস অতিমারির সময়ে ২০২০ সালের জুলাই মাসে ক্রেতা সুরক্ষা আইন, ১৯৮৬-কে পরিবর্তন করে ক্রেতা সুরক্ষা আইন, ২০১৯ জারি করা হয়েছে। এই আইনটিতে প্রথমবার ই-কমার্সের ক্রেতাদের কর্তব্য এবং দায়িত্ব লিপিবদ্ধ করা হয়েছে
- ক্রেতাদের সুরক্ষা সুনিশ্চিত করতে, অসাধু ব্যবসা এবং মিথ্যা বিজ্ঞাপন নিয়ন্ত্রণের জন্য ২০২০-র জুলাই মাসে সেন্ট্রাল কনজিউমার প্রোটেকশন অথরিটি স্থাপন করা হয়েছে
- অতিমারির সময় দোকানগুলিতে ফেসমাস্ক এবং হ্যান্ড স্যানিটাইজার সরবরাহ সুনিশ্চিত করতে এগুলিকে ২০২০-র জুন মাস থেকে অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আইনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে
- যে কোনও অপ্রয়োজনীয় বাণিজ্য পদ্ধতি কিংবা খারাপ পণ্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো আপনার অধিকার। সেজন্য জাতীয় ক্রেতা হেল্পলাইন ১৮০০-১১-৪০০০-এ ফোন করে অভিযোগ জানাতে পারেন

“ বিশ্ব ক্রেতা অধিকার দিবসে শুভকামনা জানাই। ক্রেতারা অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। কেন্দ্রীয় সরকার কেবলই ক্রেতা সংরক্ষণের দিকে লক্ষ্য রাখছে না, ক্রেতাদের সমৃদ্ধিকেও অগ্রাধিকার দিচ্ছে

-প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

সূচিপত্র

সম্পাদক
জয়দীপ ভাটনাগর,
মুখ্য মহানির্দেশক, পিআইবি, নতুন দিল্লি

পরামর্শদাতা সম্পাদক
বিনোদ কুমার
সন্তোষ কুমার

অলঙ্করণ
রবীন্দ্র কুমার শর্মা

প্রকাশনা ও মুদ্রণ
সত্যেন্দ্র প্রকাশ,
মহানির্দেশক, বিওসি
ব্যুরো অফ আউটরিচ অ্যান্ড কমিউনিকেশন

মুদ্রণ
ভিবা প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
সি - ৬৬/৩ , ওখলা পিএইচ -২,
নতুন দিল্লি - ১১০০২০

পরিবেশক
ব্যুরো অফ আউটরিচ অ্যান্ড কমিউনিকেশন,
দ্বিতীয় তল, সূচনা ভবন, নতুন দিল্লি - ১১০০০৩

নিউ ইন্ডিয়া সমাচার

RNI No. : DELBEN/2020/78825

response-nis@pib.gov.in

নিউ ইন্ডিয়া সমাচার

বর্ষ ১, সংখ্যা ১৭ ১-১৫ মার্চ, ২০২১

»১ সম্পাদকীয় » পৃষ্ঠা ২

»২ ডাকবাক্স » পৃষ্ঠা ৩

»৩ সমাচার সংক্ষেপ » পৃষ্ঠা ৪-৫

»৪ নারী দিবস » পৃষ্ঠা ৬-৮

»৫ প্রধানমন্ত্রীর তামিলনাড়ু ও কেরল সফর » পৃষ্ঠা ৯

»৬ ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্প » পৃষ্ঠা ১০-১১

»৭ সংসদে প্রধানমন্ত্রী » পৃষ্ঠা ১২-১৩

»৮ প্রচ্ছদ নিবন্ধ » পৃষ্ঠা ১৪-২৩

»৯ ব্যক্তিত্ব » পৃষ্ঠা ২৪

»১০ লাদাখে সেনা প্রত্যাহার » পৃষ্ঠা ২৫

»১১ এরো-ইন্ডিয়া » পৃষ্ঠা ২৬-২৭

»১২ বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ » পৃষ্ঠা ২৮-৩০

»১৩ করোনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ » পৃষ্ঠা ৩১

»১৪ স্বাস্থ্য » পৃষ্ঠা ৩২-৩৩

»১৫ অবিস্মরণীয় : মহারাজা সুহেলদেব » পৃষ্ঠা ৩৪-৩৫

»১৬ বিশেষ প্রতিবেদন » পৃষ্ঠা ৩৬-৩৯

»১৭ ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি » পৃষ্ঠা ৪০

সম্পাদকের কলমে

সাদর নমস্কার!

'নিউ ইন্ডিয়া সমাচার' আপনাদের প্রাণভরা ভালোবাসা ও ভরসায় আপ্লুত। দেশের সাধারণ মানুষের এই ভরসাই কেন্দ্রীয় সরকারকে দেশের দ্রুত উন্নয়নে প্রাণশক্তি যোগাচ্ছে। দেশের প্রত্যাশাগুলি বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে ধাপে ধাপে নিরন্তর নতুন নতুন উদ্যোগ নিয়ে ভারতকে একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত করা হচ্ছে। ২০১৪-য় সরকারের 'পূর্বের জন্য কাজ করো' নীতি বাস্তবায়িত করতে উত্তর-পূর্ব ভারতের আটটি রাজ্যকে সড়কপথ, রেলপথ, জলপথ, আকাশপথ এবং ইন্টারনেটের মাধ্যমে সম্পূর্ণ ভারতের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে।

পূর্ব ভারত স্বাধীনতার আগে দেশের অর্থনীতির গর্ব ছিল। এখন সরকার নতুন ভারতের উন্নয়নে দেশের এই অংশকে অগ্রণী ভূমিকায় রাখতে চাইছে। এক্ষেত্রে উত্তর-পূর্ব ভারত সহ পশ্চিমবঙ্গের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকবে। এই পরিবর্তনকেই সরকার দেশের জীবনধারায় পরিবর্তিত করছে। উত্তর-পূর্ব ভারত সহ সমগ্র পূর্ব ভারত এখন আর আগের মতো দেশের উপেক্ষিত অংশ হয়ে থেকে যায়নি, দেশের প্রধান উন্নয়নের ইঞ্জিন হয়ে উঠছে। এবারের সংখ্যায় প্রচ্ছদ নিবন্ধ, কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্কল্প 'পূর্বোদয়'-কেন্দ্রিক, যাতে পূর্ব ভারতের উন্নয়নের কাহিনী লেখা রয়েছে। পূর্ব ভারতের উন্নয়ন নিয়ে মিশন মোডে কাজ চলছে যা দেশের পশ্চিম ভাগের মতোই পূর্ব ভারতকেও উন্নত করে তুলছে, আর দেশের উন্নয়নে নতুন উদয় সুনিশ্চিত করা হচ্ছে।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে দেশের 'নারী রত্ন'দের প্রেরণাদায়ী কাহিনী, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্য নতুন নতুন উদ্যোগ থেকে শুরু করে 'প্রধানমন্ত্রী শ্রম যোগী মানধন যোজনা'র আওতায় শ্রমিকদের সম্মান এবং দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলির উন্নয়নের কাহিনীও এবারের সংখ্যার অংশ হয়ে উঠেছে।

প্রতিবারের মতো আপনারা নিজেদের ভাবনা-চিন্তা ও পরামর্শ আমাদের লিখে পাঠাতে থাকুন।

ঠিকানা : ব্যুরো অফ আউটরিচ অ্যান্ড কমিউনিকেশন, দ্বিতীয় তল, সূচনা ভবন, নতুন দিল্লি – ১১০০০৩

ই-মেল – response-nis@pib.gov.in-এ

জয়দীপ ভাটনাগর

ডাকবাক্স

স্যার,
'নিউ ইন্ডিয়া সমাচার' পড়ে আমি খুব খুশি। নিউ ইন্ডিয়া সমাচার পড়ে আমার খুব ভালো লেগেছে। ভারতের প্রকৃত খবর এবং দেশের জনগণের স্বার্থে সরকারের কাজকর্ম সম্পর্কে অবহিত করে এই ধরনের উদ্যোগ সত্যিই প্রশংসনীয়। এর মাধ্যমে জনগণ সরকারের বিভিন্ন কাজ, অনুষ্ঠান এবং দেশের উন্নয়ন সম্পর্কে জানতে পারছে। প্রবাসী ভারতীয়রা যাতে এই পত্রিকাটি পড়তে পারেন, সেই ব্যবস্থা করা উচিৎ।

দেশের স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, যুব, শিক্ষক, অধ্যাপকরা এই পত্রিকার মাধ্যমে নতুন প্রকল্পগুলি এবং উন্নয়ন সম্পর্কে জানতে পারছেন। আমি এর সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি এবং ভবিষ্যতেও এর মাধ্যমে দেশের প্রকৃত খবর এবং উন্নয়নের তথ্য সম্পর্কে জানতে চাই।

জয় হিন্দ
কৌশিক ব্যাস

ডিজিটাল ক্যালেন্ডার

ভারত সরকার প্রথমবার ডিজিটাল ক্যালেন্ডার এবং ডায়েরি অ্যাপ চালু করেছে। জিওআই অ্যাপে সরকারি প্রকল্প, কর্মসূচি, প্রকাশনের পাশাপাশি সরকারি ছুটি এবং তারিখগুলি সম্পর্কে তথ্য জানা যাবে

এটি গুগল প্লে স্ট্রোর এবং আইওএস-এ ডাউনলোড করা যাবে

Google Play Store link
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.gov.calendar

iOS link
https://apps.apple.com/in/app/goi-calendar/id1546365594

https://goicalendar.gov.in/

প্রিয় মহোদয়,
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের উদ্যোগে নিউ ইন্ডিয়া সমাচারের ই-সংস্করণের মাধ্যমে এই পত্রিকাটি শেয়ার করার সিদ্ধান্ত একটি খুব ভালো উদ্যোগ। এই পত্রিকাটি ছাত্রছাত্রীদের জন্য খুবই কাজের কারণ এর মাধ্যমে সাম্প্রতিক বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবন, সামাজিক নীতি এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানা যায়। আশা করি, এটি নবীন প্রজন্মের মনে সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলবে। আপনাদের অনেক সাফল্য কামনা করি।
শ্রদ্ধা সহ,

ডঃ এস টি রাঘবামা, অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর,
চালাপাথি ইনস্টিটিউট অফ ফার্মাসিউটিক্যাল সায়েন্সেস, অন্ধ্রপ্রদেশ
stvraghavamma@gmail.com

প্রিয় মহাশয়,
শুধু একটি সংবাদ-নির্ভর পত্রিকা নয়, অনেক তথ্য সমৃদ্ধ লেখা ছাপার জন্য আপনাদের অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং আন্তরিক উষ্ণতা জানাই। আমার একটি উপদেশ হল এতে কিভাবে সন্তানদের সঠিক পথে মানুষ করা যাবে সেই বিষয় ছাপুন।
ধন্যবাদ,

প্রকাশ ভূষণ
mailme_prakashbhushan@rediffmail.com

প্রিয় মহোদয়,
নিউ ইন্ডিয়া সমাচারের সম্পাদকীয় টিমকে অনেক শুভেচ্ছা জানাই। আমি প্রথমবার বর্ষ ১ ১৫তম সংখ্যাটি দেখেছি। এতে কোভিড-১৯-এর বিরুদ্ধে লড়াই নিয়ে অসাধারণ প্রতিবেদন ছাপা হয়েছে। তাছাড়া, সুদূরপ্রসারী উন্নয়ন এবং ভারতের দায়বদ্ধতা নিয়ে লেখা নিবন্ধও অত্যন্ত তথ্যবহুল। আমার পরামর্শ হল এই পত্রিকার নাম যেন পরিবর্তন না করা হয়। আমি এই পত্রিকার সবরকম সাফল্য কামনা করি।
ধন্যবাদ ও শ্রদ্ধা,

এবিএসভি প্রসাদা রাও,
সিনিয়র সায়েন্টিস্ট (অবসরপ্রাপ্ত)ইসরো হায়দরাবাদ, তেলেঙ্গানা
anupojukk@gmail.com

হ্যালো,
আমি নিউ ইন্ডিয়া সমাচারের ফেব্রুয়ারি ১-১৫ সংখ্যাটি পড়ে খুবই আনন্দিত। বিভিন্ন বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা করা লেখাগুলি অত্যন্ত তথ্যবহুল। এটি আমার মতো দৈনিক সংবাদপত্র পাঠকদের বিষয়গুলি সম্পর্কে বিশদে জানতে সাহায্য করছে, তেমনই ছাত্রছাত্রীদের ইউপিএসসি বা এমবিএ-র মতো প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় প্রস্তুতির জন্য সাহায্য করছে।
নিউ ইন্ডিয়া সমাচারের সম্পূর্ণ টিমের জন্য অনেক শুভেচ্ছা জানাই। এই ভালো কাজ চালিয়ে যান।
শ্রদ্ধা,

আনন্দ কিশোর পান্ডে, নতুন দিল্লি
pandey.anandkishore6@gmail.com

নতুন রাজপথে উদযাপিত হবে আগামী সাধারণতন্ত্র দিবস

২০২২ সালে যখন ভারত স্বাধীনতার ৭৫তম বছরে প্রবেশ করবে তখন আরেকটি অভিজ্ঞতা এর সঙ্গে যুক্ত হবে। বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র রূপে পালন করা সাধারণতন্ত্র দিবস সমারোহ ২০২২-এ যে রাজপথে পালন করা হবে সেটি ততদিনে একটি নতুন স্বরূপে সবার সামনে উন্মোচিত হবে। ৪ ফেব্রুয়ারি আয়োজিত সেন্ট্রাল ভিস্টা প্রোজেক্টের ভূমিপূজন সমারোহে কেন্দ্রীয় আবাসন ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী (স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত) শ্রী হরদীপ সিং পুরী বলেছেন, স্বাধীনতার ৭৫তম বর্ষে আমরা ইংরেজদের তৈরি করা পরিকাঠামো থেকে বেরিয়ে আসব। ৭৩তম প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপনের প্যারেড যে রাজপথে হবে সেটিও একদমই পরিবর্তিত স্বরূপে উন্মোচিত হবে। সেন্ট্রাল ভিস্টা প্রকল্পের ফলে রাজপথ এবং তার চারপাশের এলাকায় সবুজ এলাকা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাছাড়া, এতে নতুন শৌচালয়, পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থা, পানীয় জল এবং পার্কিং-এর মতো সার্বজনিক পরিষেবাগুলি উন্নত করা হচ্ছে। রাজপথে অস্থায়ী আসনের বদলে আগামীবার ফোল্ডিং আসন রাখা হবে।

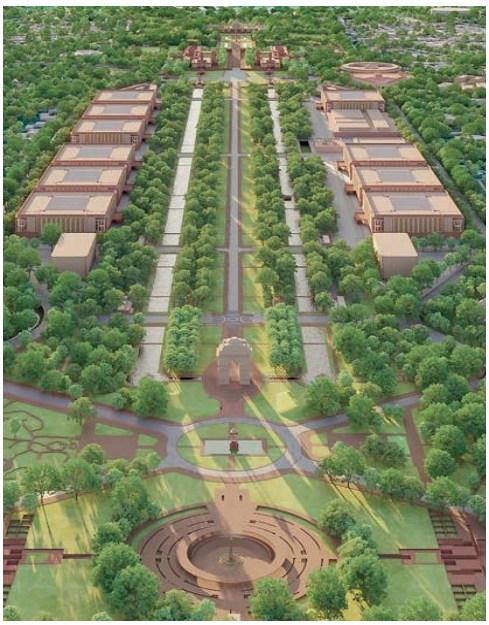

কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশবাহিনীর সদস্য ও তাঁদের ওপর নির্ভরশীল ব্যক্তিদের জন্য 'আয়ুষ্মান সিএপিএফ'

৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিনামূল্যে চিকিৎসার সবচাইতে বড় স্বাস্থ্য সুরক্ষা প্রকল্প আয়ুষ্মান ভারত দ্বারা এখন কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশবাহিনী (সিএপিএফ)-এর সদস্য ও তাঁদের ওপর নির্ভরশীল ব্যক্তিরা উপকৃত হবেন। সেজন্য এই প্রকল্পকে 'আয়ুষ্মান সিএপিএফ' নাম দিয়ে পরিবর্ধিত করা হয়েছে। ২৩ জানুয়ারি নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বোসের ১২৫তম জয়ন্তী উপলক্ষে গুয়াহাটিতে আয়োজিত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ এই প্রকল্পের শুভসূচনা করেন। ১ মে-র মধ্যে আয়ুষ্মান সিএপিএফ প্রকল্পটি দ্বারা কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশবাহিনীর সমস্ত জওয়ান, আধিকারিকদের পাশাপাশি তাঁদের পরিবারবর্গও উপকৃত হবে। সেজন্য তাঁদেরকে একটি স্বাস্থ্য কার্ড জারি করা হবে। দেশের ২৪ হাজার হাসপাতালে এই কার্ড সোয়াইপ করে বিনামূল্যে চিকিৎসা করানো যাবে। বছরে একবার সমস্ত জওয়ানরা এবং তিন বছরে একবার তাঁদের পরিবারবর্গের স্বাস্থ্য পরীক্ষাও করা হবে।

দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত ৫ মাসের শিশুর ওষুধে ৬ কোটি টাকার জিএসটি মকুব

গত ৯ ফেব্রুয়ারি রাজ্যসভায় কয়েকজন সাংসদের বিদায় সংবর্ধনার সময় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে অনেকেই হয়তো আবেগপ্রবণ হতে দেখেছেন। এরপর প্রধানমন্ত্রীর আবেগপ্রবণ হওয়ার আরেকটি উদাহরণ সামনে এসেছে। মুম্বাইয়ের একটি হাসপাতালে ভর্তি পাঁচ মাসের শিশু তিরা কামাতের মা-বাবার আবেদনে সাড়া দিয়ে প্রধানমন্ত্রী তার চিকিৎসার জন্য বিদেশ থেকে যে ১৬ কোটি টাকার ওষুধ আমদানি করতে হবে তার জন্য দেয় ৬ কোটি টাকার জিএসটি এবং কাস্টমস ডিউটি মকুব করে দিয়েছেন। আসলে তিরা স্পাইনাল মাসকিউলার অ্যাথ্রোপি নামক দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত। এর চিকিৎসার জন্য ঝোলজেঁসনা নামক ওষুধের প্রয়োজন। এই ওষুধটির দাম ভারতীয় টাকায় ১৬ কোটি। এই ওষুধটি বিদেশ থেকে আনতে ৬ কোটি টাকারও বেশি কর দিতে হত। সরকার শিশুটির মাতা-পিতার আবেদনে সাড়া দিয়ে এই কর মকুব করে দিয়েছে।

নব্য লেখকদের জন্য জাতীয় মেন্টরশিপ প্রকল্প

ভারত একটি যুব দেশ। ২০২২ সালে আমরা যখন স্বাধীনতার ৭৫তম বর্ষ পালন করব তখন দেশের নবীন প্রজন্ম যাতে স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সম্পর্কে জানতে পারে তা সুনিশ্চিত করতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁর 'মন কি বাত – ২.০'-এর ২০তম পর্বে দেশের নব্য লেখকদের আহ্বান জানিয়েছেন যাতে তাঁরা স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং স্বাধীনতার সঙ্গে যুক্ত ঘটনাগুলি সম্পর্কে লেখেন। এই নব্য লেখকরা যাতে এই কাজটি সুচারুভাবে করতে পারেন, তা সুনিশ্চিত করতে ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট এই নবীন লেখকদের জন্য একটি মেন্টরশিপ প্রকল্প শুরু করছে। এই প্রকল্পের অন্তর্গত সমস্ত রাজ্য এবং ২২টি ভাষার নবীন লেখকদের প্রেরণা জোগানো হবে। দেশে এ ধরনের বৃহৎ সংখ্যক লেখক তৈরি হবে যাঁরা ভারতীয় ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতি সম্পর্কে গভীরভাবে পড়াশোনা করেছেন। এই প্রকল্পের প্রথম ব্যাচের সূত্রপাত ১ এপ্রিল থেকে হবে। তাঁদেরকে ৬-৯ মাস প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। প্রশিক্ষণকারীদের ছাত্র বৃত্তিও দেওয়া হবে। এই কর্মসূচি বিশ্বস্তরে ভারতীয় সংস্কৃতি এবং সাহিত্যকে তুলে ধরার ক্ষেত্রে সাহায্য করবে। সেজন্য director@nbtindia.gov.in – এই ঠিকানায় আবেদন করতে হবে।

চার দশক অপেক্ষার পর কেরল আলাপ্পুঝা বাইপাস উপহার পেল

প্রায় চার দশক অপেক্ষার পর ২০২১ সালের ২৮ জানুয়ারি কেরলে কম্মাডি এবং কালারকোডের মধ্যে ৬.৮ কিলোমিটার দীর্ঘ দুই লেনের আলাপ্পুঝা বাইপাস উদ্বোধন করা হল। এই প্রকল্পটি ৩৪৮ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত হয়েছে। এই বাইপাসটি তিরুবনন্তপুরম-এর্নাকুলাম মহাসড়কের যানজট কমানোর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। যাত্রীরা অনেক কম সময়ে যাতায়াত করতে পারবেন। এই প্রকল্পের ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছিল ১৯৮০ সালে। কিন্তু নানা বাধা-বিপত্তির কারণে কাজ শেষ হতে দেরি হয়েছে। এই বাইপাস দিয়ে যাতায়াত প্রত্যেকের জন্যই অত্যন্ত আনন্দদায়ক হবে কারণ পথটি আরব সাগরের তীর দিয়ে গেছে। ৬.৮ কিলোমিটারের মধ্যে প্রায় ৩.২ কিলোমিটার পথ এলিভেটেড হাইওয়ের মতো করে তৈরি হয়েছে। এর মধ্যে একটি ফ্লাইওভার রয়েছে যেটি আলাপ্পুঝা সমুদ্র সৈকতের সমান্তরালে রয়েছে। এই ফ্লাইওভারের ওপর দিয়ে যাওয়ার সময়ে যাত্রীরা আরব সাগরের অসাধারণ দৃশ্য দেখতে পাবেন।

২০৩০ সালের মধ্যে ভারত বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম শক্তি ব্যবহারকারী হয়ে উঠবে

২০৩০ সালের মধ্যে ভারত শক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নকে পেছনে ফেলে তৃতীয় বৃহত্তম উপভোক্তা দেশে পরিণত হবে। সম্প্রতি ইন্টারন্যাশনাল এনার্জি এজেন্সির মুখপত্র এনার্জি আউটলুক, ২০২১-এ প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে এই অনুমানের কথা তুলে ধরা হয়েছে। এই এজেন্সির পূর্বানুমান অনুযায়ী আগামী দুই দশকে ভারত শক্তির চাহিদা প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে বৃহত্তম অংশীদার হয়ে উঠবে। এই প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে যে সৌরশক্তি ক্ষেত্রে ভারত সবথেকে বেশি উন্নতি করবে। ভারতের মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ৪ শতাংশেরও কম বিদ্যুৎ আসে সৌরশক্তি থেকে। কিন্তু ২০৪০-এর মধ্যে এই অংশ দাঁড়াবে ১৮ শতাংশে। কোভিড-১৯ অতিমারীর আগে ২০১৯ থেকে ২০৩০-এর মধ্যে ভারতে শক্তির চাহিদা বৃদ্ধি দেখানো হয়েছিল প্রায় ৫০%। কিন্তু এখন সেই বৃদ্ধির সম্ভাবনা ৩৫ শতাংশের মতো দেখানো হয়েছে। এই প্রতিবেদনে আরও লেখা হয়েছে যে ২০৪০ সালের মধ্যে ভারতে যে কোনও দেশের তুলনায় শক্তির চাহিদা বৃদ্ধি পাবে। ■

ইচ্ছাশক্তির মাধ্যমে ইতিহাস গড়ে তোলা মহিলাদের প্রণাম

শক্তিশালী এবং ক্ষমতায়িত মহিলারাই দেশের আসল শক্তি এবং আমাদের নারী শক্তি প্রত্যেক ক্ষেত্রে উৎকর্ষ প্রদর্শন করেছে। আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে আমরা এরকম কয়েকজন ক্ষমতায়িত মহিলা স্মরণ করব যাঁরা কেবল নিজেদের অদম্য সাহসের জোরে সমস্যা সমাধান করেননি, ইতিহাসও রচনা করেছেন ...

প্রতি বছর ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন করা হয়। গত বছর এই উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নিজের ট্যুইটার হ্যান্ডেলও সাতজন মহিলার উদ্দেশ্যে সমর্পণ করেছিলেন। এ বছরের নারী দিবসের মূল ভাবনা হল #ChooseToChallenge। এর মূল উদ্দেশ্য হল একটি লিঙ্গ বৈষম্যহীন বিশ্ব তৈরি করা। এ বছরর মূল ভাবনার নিরিখে আমরা আমাদের সফল নারীদের স্মরণ করব যাঁরা তাঁদের কাজের মাধ্যমে দেখিয়েছেন যে মহিলারা যদি সমান সুযোগ পান, তাহলে সমানভাবে সফল হতে পারেন।

কর্নেলিয়া সোরাবজি

তিনি ছিলেন ভারতের মহিলা আইনজীবী। বম্বে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফার্স্ট ক্লাস ডিগ্রি পেয়েছিলেন। পরবর্তী পড়াশোনার জন্য তিনি অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে গিয়েছিলেন। কিন্তু সেই সময় মহিলাদের ডিগ্রি দেওয়া হত না বলে তিনি গ্র্যাজুয়েট হতে পারেননি। ১৮৯৪ সালে তিনি ভারতে ফিরে আসেন। তারপর দীর্ঘ সংগ্রামের মাধ্যমে তিনি পর্দার পেছনে থাকা মহিলাদের আইনসম্মত উকিল হয়ে ওঠেন। তিনি এমন সময় লিঙ্গ বৈষম্যের বিরুদ্ধে আইন চর্চা করেছেন যখন মহিলাদের শিক্ষিত হতে উৎসাহ যোগানো হত না।

আনন্দী গোপাল যোশী

তিনি ছিলেন ভারতের প্রথম মহিলা চিকিৎসক। তাঁর জীবনের একটি ব্যক্তিগত দুর্ঘটনা তাঁকে চিকিৎসক হওয়ার প্রেরণা যোগায়। সঠিক চিকিৎসা না হওয়ায় তাঁর ১০ বছর বয়সী ছেলে মারা গিয়েছিল। তখনই তিনি চিকিৎসক হয়ে অন্য মহিলাদের এ ধরনের দুর্ঘটনা থেকে বাঁচানোর প্রত্যয় নিয়ে অক্লান্ত পরিশ্রম করে চিকিৎসক হয়েছেন। উচ্চতর পড়াশোনার জন্য তিনি আমেরিকায় যান এবং ১৮৮৬ সালে মেডিসিনে এমডি পাশ করেন। যে সময়ে মহিলারা তাঁদের বাড়ির বাইরে পা রাখতে পারতেন না, সেই সময়ে পড়াশোনার জন্য এতদূর গিয়ে তিনি একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন এবং পরবর্তী প্রজন্মের মহিলাদের জন্য প্রেরণার উৎস হয়ে ওঠেন।

এ ললিথা

একজন বাল্য বিধবা এবং সন্তানের মা হয়েও সমাজের সমস্ত কট্টরপন্থার প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে তিনি দেশের প্রথম মহিলা ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার হন। ছোটবেলা থেকেই তিনি বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহী ছিলেন। স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি সমস্ত ধরনের বিরোধিতা অগ্রাহ্য করে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেন। তিনি ১৯৬৪ সালে 'ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স অফ উইমেন ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যান্ড সায়েন্টিস্টস'-এ ভারতের প্রতিনিধিত্ব করার গৌরব অর্জন করেন।

আন্না চণ্ডী

আন্না চণ্ডী ভারতের প্রথম মহিলা বিচারক। তাছাড়া তিনি হাইকোর্টে দেশের প্রথম মহিলা বিচারক হওয়ার গৌরব অর্জন করেছেন। যাবতীয় প্রতিকূলতা এবং লিঙ্গ বৈষম্যের সম্মুখীন হয়েও তিনি ১৯২৬ সালে তাঁর রাজ্যের প্রথম মহিলা হিসেবে আইনের স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৩৭ সালে তিনি ত্রাবাঙ্কোরে মুনসেফ নিযুক্ত হন। স্বাধীনতার পর তিনি দেশের প্রথম মহিলা বিচারক হন। ১৯৫৯ সালে কেরল হাইকোর্টে নিয়োগের পর আরেকটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করে তিনি দেশের প্রথম মহিলা হাইকোর্টের বিচারকের গৌরব অর্জন করেন।

ডঃ মুথুলক্ষ্মী রেড্ডি

তিনি ছিলেন ভারতের প্রথম মহিলা বিধায়ক। ব্রিটিশ শাসনকালে ১৯২৬ সালে তিনি মাদ্রাজ লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের প্রথম মহিলা সদস্য নির্বাচিত হন। তার আগেই তিনি ছিলেন ১৯১২ সালে ভারতের প্রথম ডাক্তারি ছাত্রী। তিনি অ্যানি বেসান্ত এবং মহাত্মা গান্ধীর দ্বারা অত্যন্ত প্রভাবিত ছিলেন এবং মহিলাদের উত্থানের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি এমন সময়ে নারী কল্যাণের জন্য কাজ করেছেন, যখন মহিলাদের খুব কমই সার্বজনীন স্থানে দেখা যেত।

প্রিয়া ঝিঙ্গান

তিনি ছিলেন ক্যাডেট-০০১। ১৯৯২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি ভারতীয় সেনাবাহিনীতে যোগদানকারী প্রথম মহিলা ক্যাডেট। সেনাবাহিনীতে মহিলাদের নিয়োগের ছাড়পত্র পাওয়ার পর ঝিঙ্গান এবং আরও ২৪ জন দেশের প্রথম মহিলা সেনানী হিসেবে যোগ দেন। তাঁর আগে প্রিয়া ঝিঙ্গান আইন নিয়ে পড়াশোনা করেছেন। তিনি একজন পুলিশ আধিকারিকের কন্যা। তিনি অ্যাডভোকেট জেনারেল হিসেবেও নিয়োগ পেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর সেনাবাহিনীতে যোগদানের ইচ্ছা ছিল। তিনি ১০ বছর চাকরি করে মেজর হয়েছিলেন। তিনি ২০০২ সালে অবসর গ্রহণ করেন। ২০১৮ সালে তিনি রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ দ্বারা সম্মানিত হন।

সরলা ঠাকরাল

তিনি ছিলেন ভারতের প্রথম মহিলা পাইলট। ১৯৩৬ সালে মাত্র ২১ বছর বয়সে তিনি তাঁর পাইলট লাইসেন্স পেয়ে শাড়ি পরে জিপসি মথ-১৬ বিমান ওড়ান। তখন তাঁর চার বছর বয়সী একটি বাচ্চা ছিল। তিনিই প্রথম ভারতীয় মহিলা যিনি ১ হাজার ঘন্টা বিমান চালানোর পর এই লাইসেন্স পেয়েছিলেন। এভাবে তিনি এমন একজন মহিলায় পরিণত হন যাঁর পদানুসরণে নবীন প্রজন্মের মহিলারা প্রেরণা পান।

আন্না রাজম মালহোত্রা

ভারত স্বাধীন হওয়ার পর প্রথম মহিলা আইএএস হয়ে আন্না রাজম মালহোত্রা ইতিহাস সৃষ্টি করেন। কেরলের মেয়ে আন্না ১৯৫১ সালে সিভিল সার্ভিসে যোগ দেন। তিনি সাফল্যের সঙ্গে সব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পরও আইএএস হিসেবে নিয়োগের জন্য তাঁকে সংঘর্ষ করতে হয়। তাঁকে অন্য সার্ভিসে যাওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়। কিন্তু তিনি নিজের সিদ্ধান্তে অটল থাকায় অবশেষে তাঁর প্রচেষ্টা সফল হয় এবং মাদ্রাজে পোস্টিং পান। তিনি আজীবন লিঙ্গ বৈষম্যের বিরুদ্ধে সাহসিকতার সঙ্গে মোকাবিলা করেন আর অন্য মহিলাদের জন্য নজির স্থাপন করেন। ■

নারী শক্তিকে প্রণাম

#ChooseToChallenge

কৃষ্ণন নায়ার শান্তাকুমারী চিত্রা

সুমিত্রা মহাজন

নীরু কুমার

লাজবন্তী

যশোবন্তীবেন পোপট

বম্বে জয়শ্রী

সিন্ধুতাই শপকল

সুধা সিং

মৃদুলা সিংহ (মরণোত্তর)

নিদুমোলু সুমথি

উষা যাদব

ভুরি বাঈ

বীরুবালা রাধা

চাটনি দেবী

দুলারী দেবী

গুরুম্মা কামালি সোরেন

সঙ্গিদা খাতুন

লক্ষ্মী বরুয়া

পাত্তাম্মাল

পি অনিথা

সংখুনি বুয়ালছুয়াক

শান্তি দেবী

বিজয়া চক্রবর্তী

আনসু জমসেনপা

রজনী বেক্টর

মৌমা দাস

পূর্ণমাসি জানি

রাধে দেবী

প্রকাশ কউর

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে আমরা এ বছর পদ্ম সম্মানে ভূষিত ২৯ জন মহিলাকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। এমন নারী শক্তি, যাঁরা সমাজের বাধা-নিষেধের শৃঙ্খল ভেঙে সাহসিকতার আকাশে উড়েছেন। এ বছরের নারী দিবসের মূল ভাবনা হল #ChooseToChallenge। এই মূল ভাবনা বেছে নেওয়ার উদ্দেশ্য হল বিশ্বকে লিঙ্গ বৈষম্যহীন করে গড়ে তোলা।

তামিলনাড়ুকে ছয় বছরে ৫০,০০০ কোটি টাকার তেল-গ্যাস প্রকল্প উপহার

২০২১-২২-এর কেন্দ্রীয় বাজেটে সমুদ্র তটবর্তী রাজ্যগুলির উন্নয়নে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁর সাম্প্রতিক তামিলনাড়ু ও কেরল সফরে বেশ কিছু উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন করেছেন। বিগত ছয় বছরে ৫০,০০০ কোটি টাকারও বেশি তেল ও গ্যাস প্রকল্প তামিলনাড়ুর জন্য মঞ্জুর করা হয়েছে।

পর্যটন ও সংস্কৃতিকে উৎসাহ জোগাতে এবং দেশের তটবর্তী অঞ্চলগুলির যথাযথ উন্নয়নের জন্য দায়বদ্ধ কেন্দ্রীয় সরকার তামিলনাড়ু এবং কেরলে বেশ কয়েকটি প্রকল্পের কাজ শুরু করেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী গত ১৪ ফেব্রুয়ারি এই দুটি রাজ্য সফরে গিয়ে বেশ কয়েকটি প্রকল্প জাতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেছেন।

তামিলনাড়ুর জন্য নতুন প্রকল্প :

- চেন্নাই মেট্রো রেলের ফেজ-১ উদ্বোধন
- রামনাথাপুরম থেকে তুতিকোরিনের মধ্যে ১৪৩ কিলোমিটার দীর্ঘ প্রাকৃতিক গ্যাস পাইপলাইনের উদ্বোধন করা হয়েছে। এটি ৪,৫০০ কোটি টাকা বিনিয়োগে নির্মীয়মান বৃহৎ প্রাকৃতিক গ্যাস পাইপলাইন প্রকল্পের একটি অংশ
- উত্তর চেন্নাইয়ের সঙ্গে বিমানবন্দর এবং সেন্ট্রাল রেলওয়ে স্টেশনের যোগাযোগ গড়ে তোলা ওয়াশারম্যানপেট থেকে উইমকো নগরের মধ্যে মেট্রো লাইন উদ্বোধন
- ভিল্লুপুরম-কুড্ডালোর-মাইলাধুতুরাই-থাঞ্জাভুর এবং মাইলাধুতুরাই-থিরুভারুর রেলের সিঙ্গল লাইন সেকশনের বৈদ্যুতিকরণ প্রকল্প উদ্বোধন
- ৬৩৬ কিলোমিটার দীর্ঘ গ্র্যান্ড আনিকাট ক্যানাল সিস্টেমের আধুনিকীকরণ প্রকল্পের শিলান্যাস
- আইআইটি মাদ্রাজের ডিসকভারি ক্যাম্পাসের শিলান্যাস

দেশীয় পদ্ধতিতে তৈরি অর্জুন ট্যাঙ্ক

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভারতীয় সেনাবাহিনীকে দেশীয় নকশায় ও দেশেই উৎপাদিত যুদ্ধ ট্যাঙ্ক 'অর্জুন' মার্ক-১এ উৎসর্গ করেছেন। তিনি বলেছেন যে এটি আত্মনির্ভর ভারত গড়ে তোলার পথে একটি পদক্ষেপ।

"তামিলনাড়ুর সংস্কৃতি সংরক্ষণ এবং উদযাপনের লক্ষ্যে আমাদের এই সম্মান প্রদর্শন

-প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

কেরলের জন্য নতুন প্রকল্প :

- বিপিসিএল কোচি তৈল শোধনাগারের কাছেই ৬,০০০ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রপিলিন ডেরিভেটিভস পেট্রোকেমিক্যালস-এর উদ্বোধন। এই প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় ৪,০০০ কোটি টাকা বিদেশি মুদ্রা সাশ্রয় হবে
- কোচির উইলিংডন দ্বীপের জন্য রো রো ভেসেল পরিষেবার উদ্বোধন
- কোচিতে ২৫.৭২ কোটি টাকা ব্যয়ে পর্যটনের প্রসার, কর্মসংস্থান এবং বিদেশি মুদ্রা আয়ের উপযোগী আন্তর্জাতিক ক্রুজ টার্মিনাল 'সাগরিকা' উদ্বোধন
- ২৭.৫ কোটি টাকা ব্যয়ে কোচিন শিপইয়ার্ড লিমিটেড পরিসরে মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং ট্রেনিং ইনস্টিটিউট 'বিজ্ঞান সাগর' উদ্বোধন। এটি ভারতের একমাত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেখানে একসঙ্গে ১১৪ জন ছাত্রকে আন্ডার-গ্র্যাজুয়েট কোর্স পড়ানো হয়
- সাউথ কোল বার্থ-এর পুনর্নির্মাণের জন্য শিলান্যাস। এটি পরিবহণ খরচ হ্রাস এবং কার্গো ক্ষমতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সুফলদায়ক হবে ■

প্রধানমন্ত্রীর পুরো ভাষণ শোনার জন্য কিউআর কোড দুটি স্ক্যান করুন

যাঁদের পরিশ্রম দেশের ভিত্তি তাঁদের পেনশনের স্বপ্ন সত্যি

দেশের কোটি কোটি গরীব মানুষের মনে এই প্রশ্ন থাকে যে যতক্ষণ হাত-পা চলে, ততক্ষণ পর্যন্ত কাজও পাওয়া যাবে, টাকাও পাওয়া যাবে। কিন্তু যখন শরীর দুর্বল হয়ে যাবে তখন কী হবে? মেহনতী মানুষদের এই ভাবনা থেকেই সরকার 'প্রধানমন্ত্রী শ্রম যোগী মান ধন যোজনা' চালু করার প্রেরণা পেয়েছে।

স্বাধীনতার পর সমাজের একটি বৃহৎ অংশকে তাঁদের অদৃষ্টের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। তাঁদের সম্পর্কে কখনও ভাবা হয়নি। এই প্রথমবার এই বিশাল অংশের মানুষদের কথা মাথায় রেখে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২০১৯-এর ৫ মার্চ তারিখে আমেদাবাদে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে 'প্রধানমন্ত্রী শ্রম যোগী মান ধন যোজনা'র শুভ উদ্বোধন করেছেন। প্রধানমন্ত্রী শ্রম যোগী মান ধন যোজনা শ্রমিকদের একটি পেনশন প্রকল্প যা অসংগঠিত ক্ষেত্রের প্রায় ৪২ কোটি শ্রমজীবি মানুষের জন্য চালু করা হয়েছে। এই পেনশনের টাকা দিয়ে সুবিধাভোগীরা বৃদ্ধাবস্থায় জীবনযাপন করতে পারবেন আর তাঁদের আর্থিক প্রয়োজন মেটাতে পারবেন। অসংগঠিত ক্ষেত্রে কর্মরত

> আমি দেশের সমস্ত পরিবারের কাছে আজ অনুরোধ জানাব যে আপনারাও নিজেদের বাড়িতে কর্মরত মানুষদের পিএম শ্রম যোগী মান ধন যোজনার সঙ্গে যুক্ত হতে সাহায্য করুন। উচ্চ আয়সম্পন্ন ব্যক্তিরা এই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলে গরীবরা অনেক উপকৃত হবেন। যাঁরা আপনাদের সেবায় দিন-রাত পরিশ্রম করেন, তাঁদের প্রতি আপনাদের এই অবদান দেশকে শক্তি জোগাবে।
>
> **-প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী**

শ্রমিকরা দেশের মোট শ্রমশক্তির প্রায় ৮৫%, আর ভারতের সমস্ত দেশজ উৎপাদনের অর্ধেক অংশ এই অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের ঘামের বিনিময়ে তৈরি হয়।

ভারতের মোট শ্রমশক্তির ৮৫% আসেন অসংগঠিত ক্ষেত্র থেকে, আর তাঁরাই দেশের জিডিপি-তে প্রায় ৫০% অবদান রাখেন। এঁদের মধ্যে রয়েছেন গৃহ পরিচারক-পরিচারিকা, দৈনিজ রুজিতে বাড়িতে বাড়িতে কাজ করা শ্রমিক, কৃষি শ্রমিক, বাস্তুহারা শ্রমিক, রিক্সচালক, পথের পাশে বা রেললাইনের পাশে পসরা সাজানো ব্যবসায়ীরা, মুটে, মাথায় ইট বহনকারী শ্রমিক, মুচি, কাগজ-কাপড় কুড়ানী, ধোপা, নির্মাণ শ্রমিক, বিড়ি শ্রমিক, হস্ততাঁত শ্রমিক, চর্ম-শ্রমিক, দৃশ্য-শ্রাব্য শ্রমিক এবং সমতুল পেশায় যাঁরা রয়েছেন, সরকার তাঁদের কাজকে শ্রম যোগী নাম দিয়ে সম্মান জানিয়েছে।

এই প্রকল্পটি দেশের সমস্ত রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে সক্রিয় রয়েছে। সারা দেশে ৩,৫২,৫৯৮টি কমিউনিটি সার্ভিস সেন্টার-এর মাধ্যমে এই প্রকল্পে নথিভুক্তিকরণ চলছে

এখনও পর্যন্ত ৪৪,৮৮,৬৭৬ জন নথিভুক্ত হয়েছেন

- **এই প্রকল্পটি অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের জন্য যাঁদের মাসিক রোজগার ১৫,০০০ টাকা বা তার কম। তাঁদের একটি সেভিংস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ও আধার নম্বর থাকতে হবে।**
- **এই প্রকল্পে যোগদানের জন্য ন্যূনতম বয়স ১৮ বছর আর অধিকতম বয়স ৪০ বছর হতে হবে।**
- **এটি স্বেচ্ছামূলক এবং কিস্তি-ভিত্তিক প্রকল্প। এই প্রকল্পে অংশগ্রহণকারীরা ৬০ বছর বয়স হওয়ার পর থেকে মাসে ন্যূনতম ৩,০০০ টাকা করে পেনশন পাবেন।**
- **পিএম-এসওয়াইএম-এ নথিভুক্তিকরণের জন্য একটি ফর্ম ফিল-আপ করতে সেখানে আবেদনকারীর আধার নম্বর এবং ব্যাঙ্কের তথ্য দিতে হবে। এই নথিভুক্তিকরণ বাবদ কমিউনিটি সার্ভিস সেন্টার বা সিএসসি-র যে খরচ হবে তা সরকার বহন করবে।**
- **পিএম-এসওয়াইএম-এ অংশগ্রহণকারীদের প্রতি মাসে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ কিস্তি জমা দিতে হবে। সেই কিস্তির পরিমাণ আবেদনকারীর বয়স অনুসারে ৫৫ টাকা থেকে ২০০ টাকা পর্যন্ত হবে।**
- **এই নথিভুক্তিকরণ ৫০:৫০ ভিত্তিতে হয়। কেন্দ্রীয় সরকারও সুবিধাভোগীর পেনশন অ্যাকাউন্টে সমপরিমাণ টাকা জমা দেয়।**
- **এই প্রকল্পে অংশগ্রহণকারী যদি মারা যান তাহলে তাঁর স্বামী কিংবা স্ত্রী তাঁর পেনশনের ৫০% পাওয়ার অধিকারী**
- **পিএম-এসওয়াইএম প্রকল্পে অংশগ্রহণকারীর কিস্তির টাকা অটো-ডেবিট সুবিধার মাধ্যমে তাঁর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট বা জন ধন অ্যাকাউন্ট থেকে কাটা হবে।**
- **এই প্রকল্প থেকে বেরিয়ে আসার ব্যবস্থা অত্যন্ত নমনীয়। অংশগ্রহণকারী যে কোনও সময় এই প্রকল্প থেকে বেরিয়ে আসতে পারেন। এক্ষেত্রে প্রকল্পের নিয়ম অনুযায়ী অংশগ্রহণকারীকে তাঁর টাকা ফেরত দেওয়া হবে।**
- **পিএম-এসওয়াইএম শ্রম মন্ত্রকের অধীন একটি কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্প, আর এর বাস্তবায়ন করে ভারতীয় জীবন বিমা নিগম (এলআইসি) এবং কমিউনিটি সার্ভিস সেন্টারগুলি।**
- **এলআইসি হল এই প্রকল্পের পেনশন ফান্ড ম্যানেজার, আর তাদের মাধ্যমেই সুবিধাভোগীরা পেনশন পাবেন। পিএম-এসওয়াইএম পেনশন প্রকল্পের মাধ্যমে সংগৃহীত অর্থ কেন্দ্রীয় সরকারের নির্ধারিত বিনিয়োগ নীতি অনুসারে শেয়ার বাজারে খাটানো হয়।** ■

শুধু দাবি জানালেই আইন প্রণয়ন নয়, সমাজের ভালোর জন্যই আনতে হয়,

“সরকার সময়ের চাহিদা অনুসারে আইন প্রণয়ন করে। প্রগতিশীল সমাজের প্রয়োজন অনুসারে আইন প্রণয়ন করে!” প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী লোকসভায় কৃষি বিল নিয়ে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এই কথাগুলি বলেন। তিনি রাষ্ট্রপতির ভাষণের প্রত্যুৎত্তরে সংসদের উভয় কক্ষে ধন্যবাদজ্ঞাপক ভাষণ দিতে গিয়ে সরকারের সাফল্যগুলির কথা তুলে ধরেন। তিনি বিভিন্ন বিষয়ে সরকারের দায়বদ্ধতার কথাও উল্লেখ করেন। সংসদের উভয় কক্ষে বিভিন্ন বিষয়ে তিনি যা যা বলেছেন সেগুলি আমরা এখানে তুলে ধরছি ...

প্রধানমন্ত্রী বলেছেন ঠেলাওয়ালা এবং রেললাইনের দু’পাশে পসরা সাজিয়ে বসা ব্যবসায়ীরা এই করোনা সঙ্কটের সময় অর্থ সাহায্য পেয়েছেন। “আমি আনন্দিত যে তাঁরা যাতে হাতে টাকা পান সেটা আমরা সাফল্যের সঙ্গে সুনিশ্চিত করতে পেরেছি।”

সংসদে প্রধানমন্ত্রীর পুরো ভাষণ শোনার জন্য এই কিউআর কোড দুটি স্ক্যান করুন

কৃষি বিল প্রসঙ্গে

কোনও মান্ডি বন্ধ হবে না, ন্যূনতম সহায়ক মূল্যও থাকবে

এটা নিশ্চিত যে আমাদের ফসলের খেতগুলিকে সুজলা-সুফলা করে তুলতে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় এটাই। আমাদের সময় নষ্ট করা উচিৎ নয়। সরকার পক্ষ হোক কিংবা বিরোধী অথবা আন্দোলনরত বন্ধুরা, সকলেরই উচিৎ এই সংস্কারগুলিকে সুযোগ দেওয়া। এগুলিতে কোনও ত্রুটি থাকলে আমরা ঠিক করব, কোথাও শ্লথতা থাকলে তাকে ঋজু করব। আমি আপনাদের আশ্বস্ত করছি যে মান্ডিগুলিকে আরও আধুনিক করে তোলা হবে, আরও প্রতিযোগিতামূলক করে তোলা হবে। এবারের বাজেটেও আমরা এর জন্য বরাদ্দ রেখেছি। শুধু তাই নয়, ন্যূনতম সহায়ক মূল্য ছিল, আছে, থাকবে। কৃষি সংস্কারগুলি, কিষাণ রেল, মান্ডিগুলির বৈদ্যুতিন প্লেট, ই-ন্যাম – এই সমস্ত কিছু আমাদের দেশের কৃষক এবং ছোট কৃষকদের অনেক বড় সুযোগ দেওয়ার প্রচেষ্টা।

কৃষক আন্দোলনে হিংসা প্রসঙ্গে

আন্দোলনজীবী : দেশে একটি নতুন প্রজাতি

টোল প্লাজা এমন একটি ব্যবস্থা যা সমস্ত সরকারই গ্রহণ করেছে। সেই টোল প্লাজাগুলি দখল করে নেওয়া, ভাঙচুর করা কি আন্দোলনকে অপবিত্র করার মতো ব্যাপার নয়? আমরা কিছু শব্দের সঙ্গে খুবই পরিচিত যেমন শ্রমজীবী, বুদ্ধিজীবী ইত্যাদি। কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি যে বিগত কিছুদিন ধরে দেশে একটি নতুন প্রজাতির জন্ম হয়েছে, একটি নতুন গোষ্ঠী উঠে এসেছে, আর তাঁরা হলেন আন্দোলনজীবী। এই গোষ্ঠীকে আপনারা সব জায়গায় দেখবেন। উকিলদের আন্দোলন থেকে শুরু করে ছাত্র আন্দোলন কিংবা শ্রমিক আন্দোলন – সর্বত্রই এখন তাঁদের দেখা যায়। তাঁরা কখনও পর্দার সামনে থাকেন আবার

কখনও পেছনে। তাঁরা আন্দোলন ছাড়া বাঁচতেই পারেন না এবং আন্দোলনের মাধ্যমে বেঁচে থাকার জন্য উপায় খুঁজতে থাকেন। দেশ উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাচ্ছে, আমরা এফডিআই নিয়ে কথা বলছি, প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ – 'ফরেন ডায়রেক্ট ইনভেস্টমেন্ট', কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি যে তাঁরা সম্প্রতি মাঠে নতুন এফডিআই নিয়ে এসেছেন, সেটা হল 'ফরেন ডেস্ট্রাক্টিভ ইডিওলজি'। এই ধ্বংসোন্মুখ আন্দোলনজীবীদের হাত থেকে আমাদের দেশকে রক্ষা করতে হবে।

কোভিড-১৯

ন্টলাইন যোদ্ধারা ভগবানের স্বরূপ!

করোনা অগ্রণী যোদ্ধাদের কৃতিত্ব সম্পর্কে বলতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "আমাদের চিকিৎসকরা, নার্সরা এবং কোভিড যোদ্ধারা, সাফাই কর্মচারীরা, আর যাঁরা অ্যাম্বুলেন্সের চালক তাঁরা সবাই এবং আরও যাঁরা এই বিশ্বব্যাপী মহামারীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ভারতকে শক্তিশালী করেছেন, তাঁরা সকলেই ঈশ্বরের স্বরূপ।" প্রধানমন্ত্রী অতিমারীর সময়ে সরকার যেভাবে ২ লক্ষ কোটি টাকা সরাসরি অসহায় গরীবদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করেছে তার উল্লেখ করে বলেন, জন ধন-আধার-মোবাইল (জেএএম) ত্রয়ী জনগণের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন এনেছে। এটি দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর মানুষ, প্রান্তিক এবং নিপীড়িত মানুষের সাহায্যে সফল হয়েছে, কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে কিছু মানুষ এই আধার বন্ধ করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। এখন এই অতিমারীর সময় এই আধারই সবচাইতে কাজে লেগেছে।

অর্থনীতি প্রসঙ্গে

উৎসাহব্যঞ্জক পরিসংখ্যান

করোনার সঙ্কটকালেও আমাদের অর্থনীতিতে সংস্কারের প্রক্রিয়া জারি ছিল। আমরা এমন লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলাম যাতে ভারতের মতো অর্থনীতিকে সঙ্কট থেকে বের করে আনার জন্য আমাদের কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিতে পারি। আর আপনারা হয়তো লক্ষ্য করেছেন, দীর্ঘদিন ধরে আমরা অনেকভাবে এই সংস্কারের পদক্ষেপ নিয়ে চলেছি। আজ তার সুফল দেখা যাচ্ছে। জিএসটি সংগ্রহ এখন সর্বকালের মধ্যে সবচাইতে বেশি হয়েছে। এই সমস্ত পরিসংখ্যান আমাদের অর্থনীতিকে উৎসাহ ও উদ্দীপনায় ভরিয়ে তুলছে।

আত্মনির্ভর

দেশের সামর্থ্য বাড়লে ক্ষমতা বাড়বে

প্রধানমন্ত্রী বলেন, করোনা মহামারীর সময় ভারত যেভাবে নিজেকে সামলেছে আর বিশ্বকে সামলানোর ক্ষেত্রেও যেভাবে সাহায্য করেছে তা একটি টার্নিং পয়েন্ট। করোনার সঙ্কটকালে ভারত 'সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ – সর্বে সন্তু নিরাময়া' ভাবনাকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। ভারত একটি ঐক্যবদ্ধ 'আত্মনির্ভর ভারত' রূপে অনেক সিদ্ধান্ত নিয়েছে। নতুন বিশ্ব ব্যবস্থায় ভারতকে নিজের স্থান সুদৃঢ় করতে ক্ষমতা বাড়াতে হবে, সামর্থ্য বাড়াতে হবে, আর তার উপায় হল এই আত্মনির্ভর ভারত। আজ ওষুধ নির্মাণ শিল্পে আমরা আত্মনির্ভর। এক্ষেত্রে আমরা বিশ্বের কল্যাণে এগিয়ে যেতে পারছি। এভাবে ভারত যত সামর্থ্যবান হবে, মানবজাতি এবং বিশ্বের কল্যাণে তত বড় ভূমিকা পালন করতে পারবে। আর সেজন্য আমাদের উচিৎ আত্মনির্ভর ভারত-এর ভাবনাকে শক্তিশালী করা।

সংস্কার প্রসঙ্গে

উন্নয়নের পথে সমস্ত বাধা নিরসন

- **কর্মচারী ভবিষ্যনিধি তহবিলে (ইপিএফও) ২০১৪ পর্যন্ত অনেকে মাসে ৭ টাকা কিংবা ২৫ টাকা পেতেন। আমরা এসে ন্যূনতম প্রাপ্য টাকার পরিমাণ ১ হাজার করেছি।**

- **জনগণ বলত যে সুপারিশে চাকরি হয়। আমরা সেই ব্যবস্থা সমাপ্ত করেছি।**

- **তামিলনাড়ুতে চার্চিল সিগার অ্যাসিস্ট্যান্ট নামক একটি পদ ছিল। যখন ১৯৪০ সালে চার্চিল ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তখন তাঁকে ত্রিচি থেকে সিগার পাঠানো হত। এই চার্চিল সিগার অ্যাসিস্ট্যান্টের কাজ ছিল চার্চিল সাহেব সময়মতো সিগার পেতেন কিনা তা সুনিশ্চিত করা। কিন্তু দেশ স্বাধীন হওয়ার পরেও এই পদ চলতে থাকে। এই ধরনের অনেক কালবাহ্য ব্যবস্থা দেশে চলছিল। আমরা দায়িত্ব নেওয়ার আগে দেশে সমস্ত শংসাপত্র প্রত্যয়ন করাতে হত। সেজন্য মানুষকে নেতা-মন্ত্রীর বাড়িতে লাইন দিতে হত। এসবের কী প্রয়োজন? আমরা এসে এগুলি সব বন্ধ করেছি, জনগণের অনেক উপকার হয়েছে।** ■

পূর্বোদয়ের মাধ্যমে নতুন ভারত গড়ে তোলার সঙ্কল্প

কলকাতা থেকে কোহিমা পর্যন্ত, চম্পারণ থেকে আন্দামান পর্যন্ত, ব্রহ্মপুত্র থেকে বঙ্গোপসাগর এবং পুরীর সমুদ্রতট পর্যন্ত প্রায় ৫০ কোটি মানুষ পূর্ব ভারতে থাকেন। কিন্তু উন্নয়নের ক্ষেত্রে বঞ্চনার ফলে এই অঞ্চল পশ্চিম ভারত বা দক্ষিণ ভারতের তুলনায় পেছনে রয়ে গেছে। এই প্রথমবার কোনও কেন্দ্রীয় সরকার 'পূর্বোদয়'-এর মাধ্যমে ভারত উদয়ের কল্পনা করেছে যাতে জনগণের জীবনে এবং ব্যবসায় উৎকর্ষ সাধিত হয়, রেলপথ থেকে শুরু করে সড়কপথ, বিমানবন্দর, সমুদ্র বন্দর এবং জলপথের যথাযথ উন্নয়নের মাধ্যমে পূর্ব ভারতের অর্থনৈতিক গৌরব ফিরিয়ে আনা যায়।

পূর্ব ভারতে নতুন ভোর

আসামের ব্রহ্মপুত্র নদে সেতু না থাকায় ওই এলাকার জনগণের জীবন ছিল দুর্ভোগময়। আগে ব্রহ্মপুত্র নদ পারাপারের জন্য একমাত্র পথ ছিল নৌকা। বন্যার সময় এটাও সম্ভব হত না। তিন বছর আগে পর্যন্ত এরকম পরিস্থিতিই ছিল। এমনকি এখনও সাদিয়ার ৪২ বছর বয়সী সন্দীপ শর্মার স্মৃতিতে সেই দিনগুলি বিভীষিকার মতো। সাদিয়া হল সেই জায়গা যেখানে এখন ভূপেন হাজারিকা সেতু নির্মিত হয়েছে। সন্দীপ গাছের পাতা দিয়ে খাবারের প্লেট বানানোর ব্যবসা করেন। তাঁর মায়ের ক্যান্সার হওয়ায় নদী পার করে বারবার ডিব্রুগড়ে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যেতে হত। তিনি বলেন, "ব্রহ্মপুত্র নদের ওপর ভূপেন হাজারিকা সেতু এবং বোগিবিল সেতু এই অঞ্চলের জনগণের জীবনে আশীর্বাদস্বরূপ।" এই সেতু নির্মাণের পর সন্দীপ শর্মা একটি কারখানা চালু করেন আর এখন সহজেই তাঁর উৎপাদিত ডিসপোজেবল পাতার প্লেট তিনসুকিয়া এবং কাজিরাঙ্গায় নিয়ে গিয়ে বিক্রি করতে পারেন। আগে যে দূরত্ব অতিক্রম করতে তাঁর ৮ ঘন্টা সময় লাগত, সেই দূরত্ব এখন সে মাত ৪৫ মিনিট অতিক্রম করে।

এরকম আরেকটি সাফল্যগাথা ডিব্রুগড়ের প্রণব গগৈ-এর। বোগিবিল সেতু গড়ে ওঠার পর তাঁর রিসর্ট ব্যবসা বহুগুণ বেড়ে গেছে। এই সেতু গড়ে ওঠায় ব্রহ্মপুত্র নদের উত্তর পাড়ের ধেমাজি জেলার কুলাজন তিনিয়ালি শহরের রাজদীপ বড়গোহাইন দক্ষিণ পাড়ের ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করতে পারছেন। বোগিবিল সেতুটি হল দেশের দীর্ঘতম রেল-রোড ব্রিজ। এটি উত্তর-পূর্ব ভারতের অসংখ্য মানুষের জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য এনেছে। শিক্ষাদীক্ষা এবং ব্যবসা ক্ষেত্রে এই সেতুটি ব্রহ্মপুত্র নদের দু'পাড়ের মানুষের জন্য একটি জীবনরেখায় পরিণত হয়েছে। এটি ইটানগর এবং ডিব্রুগড়ের মধ্যে রেলযাত্রা ৭০০ কিলোমিটার থেকে কমিয়ে ২০০ কিলোমিটারে পরিণত করেছে। ফলে, যাত্রার সময়ও ২৪ ঘন্টা থেকে কমে ৫-৬ ঘন্টা হয়েছে। এই ৫ কিলোমিটার দীর্ঘ সেতুটি উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলির মধ্যে দূরত্বই শুধু কম করেনি, এই এলাকার উন্নয়নের গতিকে ত্বরান্বিত করেছে, আর এভাবে অঞ্চলটিকে আত্মনির্ভর করে তুলছে।

এই পরিবর্তনের কাহিনী শুধু যে পূর্ব ভারত এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের সাধারণ মানুষের জীবনকে উন্নত করছে তা নয়, এটি শিল্প জগতকেও অনেক বেশি সাহায্য করছে।

"আগে যা কল্পনাও করতাম না তা এখন করতে পারছি। নিজের কারখানা শুরু করতে পেরেছি। এই উন্নয়ন এই এলাকার ব্যবসা-বাণিজ্য, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, নিরাপত্তা – সমস্ত ক্ষেত্রের বিকাশ ঘটিয়েছে। এর ফলে জনগণের ভাবনাও অনেক প্রশস্ত হয়েছে। আগে আমাদের এলাকার অনেক মানুষ জীবনে কোনদিন রেলগাড়ি দেখেননি, কিন্তু এখন তাঁরা সেই রেলে চড়ে বেঙ্গালুরু, দিল্লি, মুম্বাই যেতে পারছেন। "

-সন্দীপ শর্মা

পশ্চিমবঙ্গের হলদিয়া একটি প্রধান বাণিজ্যিক এবং শিল্পকেন্দ্র। এটিকে এখন আত্মনির্ভর ভারতের একটি কেন্দ্রস্থল হিসেবে গড়ে তোলার পাশাপাশি বিশ্ব মানচিত্রে উল্লেখযোগ্য স্থান গ্রহণের জন্য প্রস্তুত করে তোলা হচ্ছে। ফেব্রুয়ারি মাসে 'উর্জা গঙ্গা প্রকল্প'-এর মাধ্যমে ৩৪৮ কিলোমিটার দীর্ঘ দোভি-দুর্গাপুর প্রাকৃতিক গ্যাস পাইপলাইন জাতির উদ্দেশে সমর্পণ করা হয়েছে। গ্যাস-ভিত্তিক অর্থনীতির কেন্দ্র হয়ে ওঠা হলদিয়া এবং পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নের এই চিত্র থেকে বোঝা যেতে পারে যে প্রায় দু'বছর আগে একটি এফএমসিজি কোম্পানির পণ্য বোঝাই জাহাজ হলদিয়া থেকে উত্তরপ্রদেশের বারাণসীতে জলপথে পাঠানো সম্ভব হয়েছে। স্বাধীন ভারতে এই প্রথম জলপথকে এভাবে সাফল্যের সঙ্গে বাণিজ্যে ব্যবহার করা সম্ভব হয়েছে। পূর্ব ভারত এখন জলপথে বঙ্গোপসাগরের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। এই জলপথ এই অঞ্চলের কৃষক এবং ক্ষুদ্র শিল্পোদ্যোগীদের জীবনে নতুন নতুন সুযোগ গড়ে তুলছে। কাঁচামাল আমদানি এবং উৎপাদিত ফসল ও পণ্য মূল্য সংযোজনের পর জলপথে রপ্তানির মাধ্যমে প্রভূত অর্থ উপার্জন লাভজনক হবে। হলদিয়া এবং বারাণসীর মধ্যে জলপথ পূর্ব ভারতের জনগণের জীবনকে সহজ করছে, ব্যবসা-বাণিজ্যের পথ অনেক সুগম হচ্ছে।

স্বাধীনতার আগে পূর্ব ভারত ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে দেশের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র ছিল। কিন্তু স্বাধীনতার পর থেকে অঢেল খনিজসম্পদ এবং প্রাকৃতিক ও জৈবসম্পদ থাকা সত্ত্বেও এই অঞ্চলটি উন্নয়নের ক্ষেত্রে অনেকটাই পিছিয়ে পড়েছে। পারাদ্বীপ, হলদিয়া, ভাইজ্যাগ, কলকাতার মতো দেশের প্রধান সমুদ্র বন্দরগুলি এই অঞ্চলে রয়েছে। ওড়িশার মতো খনিজসম্পদ এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের আটটি রাজ্যের মতো প্রাকৃতিক ও জৈবসম্পদে অতুলনীয় এই অঞ্চলটির উন্নয়নের দিকে কখনও তেমন নজর দেওয়া হয়নি। অথচ, পূর্ব এশিয়া ও আসিয়ান দেশগুলির সঙ্গে ভারতের সম্পর্কের পথ এই রাজ্যগুলির মধ্য দিয়েই গেছে। অটল বিহারী বাজপেয়ীজি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর প্রথমবার 'পূর্বে তাকাও নীতি'র মাধ্যমে এই অবহেলিত বিষয়টি পরিবর্তনের লক্ষ্যে কাজ শুরু হয়। এই পরিবর্তনের নতুন পর্যায় শুরু হয় ২০১৪ সালের মে মাসের পর, যখন 'পূর্বে তাকাও নীতি'কে পরিবর্তন করে 'পূর্বের জন্য কাজ করো নীতি' গ্রহণ করা হয়েছে। তার ফলস্বরূপ এখন এই অঞ্চলে মহাসড়কপথ, রেলপথ, বিমানবন্দর, জলপথ, ইন্টারনেট, পরিকাঠামো, স্থানীয় কলা-সংস্কৃতির পুনর্জাগরণ, ক্রীড়া, স্থানীয় শিল্পোদ্যোগ ও বাণিজ্য ভারতকে আত্মনির্ভর করে তোলার লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এখন উত্তর-পূর্ব ও পূর্ব ভারতের জনগণ যাতায়াতের ক্ষেত্রে দীর্ঘ পথ অতিক্রম এবং জীবন বিপন্ন করে সফরের ঝুঁকি থেকে মুক্তি পেয়েছেন। তাছাড়া, জলপথে বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান ও মায়ানমারের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে জোর দেওয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, আজ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যিক লেনদেন যেভাবে ঐতিহাসিক স্তরে পৌঁছে গেছে; এর পেছনে পূর্ব ভারতের খনিজ সম্পদ-ভিত্তিক সম্পন্নতা মূল কারণ। ঐতিহাসিক বোরো চুক্তি, ব্রু-রিয়াং চুক্তি, নাগা চুক্তির ফলে এই অঞ্চলের অনেক বিভ্রান্ত যুবক হিংসার পথ ছেড়ে দেশের উন্নয়নে ইতিবাচক আবহ গড়ে তুলেছে। এই প্রথম উত্তর-পূর্ব ভারতের আটটি রাজ্য সহ গোটা পূর্ব ভারত দেশের উন্নয়নে সারথী হয়ে উঠেছে। পূর্ব দিকেই সূর্য উদিত হয়, ভারতীয় পরম্পরায়ও গৃহ নির্মাণ থেকে শুরু করে সমস্ত শুভ কাজে পূর্ব দিকের একটি ভিন্ন গুরুত্ব আছে। এভাবেই পূর্ব ভারত, পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে ভারতের প্রাচীন সাংস্কৃতিক সম্পর্কের সিংহদ্বার। এই সিংহদ্বারের মাধ্যমে ভারতের উন্নয়নে ব্যবসা-বাণিজ্য, তীর্থযাত্রা এবং পর্যটনকে সুগম করে তোলা অনিবার্য শর্ত। এই দিকে লক্ষ্য রেখে কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিম ভারতের মতোই পূর্ব ভারতকে উন্নত করার জন্য 'পূর্বোদয়'-এর নতুন মন্ত্র গ্রহণ করেছে। দেশের উন্নয়নে নতুন সুর্যোদয়ের লক্ষ্যে ২০১৪ থেকেই সরকার মিশন মোডে কাজ করছে।

রেল

উত্তর-পূর্ব ভারতে ১৫,০৮৮ কোটি টাকা বিনিয়োগে ছয়টি রেল প্রকল্প সম্পূর্ণ হয়েছে।

৩৯.১২ কিলোমিটার দীর্ঘ বিলোনিয়া-সাব্রুম রেললাইন পাতার কাজ সম্প্রতি সমাপ্ত হয়েছে। এর মাধ্যমে দক্ষিণ ত্রিপুরার সঙ্গে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দরের যোগাযোগ সহজ হবে।

- **ব্রহ্মপুত্র নদের ওপর সরাইঘাট এবং তেজপুরের শিলঘাটে সেতু নির্মাণ প্রকল্প মঞ্জুর হয়েছে। নর্থ-ইস্টার্ন রেলওয়ে সম্পূর্ণ ২,৩৫২ কিলোমিটার দীর্ঘ ব্রডগেজ রেলওয়ে নেটওয়ার্কের বৈদ্যুতিকীকরণের কাজ চলছে।**
- **পূর্ব রেলে ২১৯ টাকা বিনিয়োগে হাওড়া এবং মালদহ ডিভিশনের কাটোয়া-আজিমগঞ্জ এবং মণিগ্রাম-নৈহাটি সেকশনে ১৪০ কিলোমিটার দীর্ঘ রেলপথ বৈদ্যুতিকীকরণ প্রকল্প সম্পূর্ণ হয়েছে। হাওড়া ডিভিশনে ১৪ কিলোমিটার দীর্ঘ ট্রিপল লাইন, মালদহ এবং শিয়ালদহ ডিভিশনে ২৭.১৭ কিলোমিটার দীর্ঘ ডবল লাইনের কাজ শুরু হয়েছে।**
- **উত্তর-পূর্ব রেলে ২০১৪-১৯ সালের মধ্যে ২৩১ কিলোমিটার নতুন রেললাইন পাতা হয়েছে। ৪১টি নতুন রেল স্টেশন গড়ে তোলা হয়েছে। এই প্রথমবার অরুণাচল প্রদেশ ও মেঘালয়কে এখন রেলপথের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে।**

বিমান পরিবহণ

- **অরুণাচল প্রদেশের সঙ্গে বিমান যোগাযোগ সুদৃঢ় করতে হল্লোঙ্গিতে গ্রিনফিল্ড এয়ারপোর্ট তৈরির কাজ চলছে। প্রায় ৯৫৫.৬৭ কোটি টাকা বিনিয়োগে এই প্রকল্পটি ২০২২ সালের মধ্যে সম্পূর্ণ হওয়ার কথা।**
- **২০১৮ সালে সিকিম প্রথমবার বিমানবন্দর পেয়েছে। অন্যান্য রাজ্যেও নতুন নতুন এয়ারপোর্ট কিংবা যে বিমানবন্দরগুলি আছে, সেগুলিতে নতুন নতুন পরিষেবা ও ক্ষমতা বৃদ্ধির কাজ চলছে। এখন উত্তর-পূর্ব ভারতে প্রায় ১৩টি সক্রিয় বিমানবন্দর রয়েছে।**
- **ইম্ফল বিমানবন্দর সহ এই এলাকার বর্তমান বিমানবন্দরগুলির সম্প্রসারণ এবং আধুনিকীকরণের জন্য ৩,০০০ কোটি টাকারও বেশি অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে।**

পরিকাঠামো
নতুন গতি পেয়েছে

ডিব্রুগড়কে অরুণাচলের পাসিঘাটের সঙ্গে যুক্ত করার জন্য ব্রহ্মপুত্র নদে গড়ে উঠেছে দীর্ঘতম রেল-রোড ব্রিজ। ভারতের রেল মানচিত্রে প্রথমবার মেঘালয়, ত্রিপুরা ও মিজোরাম স্থান পেয়েছে। ২০১৪ সালের পর থেকে কয়েক হাজার কিলোমিটার নতুন মহাসড়ক নির্মাণ এবং 'উড়ান' প্রকল্পের মাধ্যমে ৯২টি নতুন বিমানপথ, ১৩টি বিমানবন্দর ও ১৯টি নতুন জাতীয় জলপথ চালু করা হয়েছে। এই সমস্ত উদ্যোগ ভারতের প্রকৃত উন্নয়নের কথা বলে।

আসাম

ভূপেন হাজারিকা সেতু এবং সরাইঘাট সেতু আসামের আধুনিক পরিচয়ের অংশ হয়ে উঠেছে। ধুবরির ফুলবাড়ি সেতুর শিলান্যাস, মাজুলি সেতুর নির্মাণের কাজ শুরু করা হয়েছে।

২০২১-২২ সাধারণ বাজেটে ১,৩০০ কিলোমিটারেরও বেশি জাতীয় মহাসড়ক নির্মাণের জন্য ৩৪০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে

পশ্চিমবঙ্গের হলদিয়াতে ১৯০ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি নতুন উড়ালপুল নির্মাণ করা হয়েছে। এটি হলদিয়া সমুদ্র বন্দরের যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করবে ও সময় সাশ্রয় করবে।

৫৩৬ কিলোমিটার দীর্ঘ ৩৫টি জাতীয় সড়ক প্রকল্প নির্মাণের জন্য ৭,৭০৭.১৭ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে। অরুণাচল প্রদেশে ৬৬ কিলোমিটার দীর্ঘ তিনটি প্রকল্প ইতিমধ্যেই সম্পূর্ণ হয়েছে।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলে সড়ক নির্মাণ

৩,১৭৮ কিলোমিটার	২২,৮৮২ কিলোমিটার	৯৮৭ কিলোমিটার
নির্মাণ করেছে কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক মন্ত্রক।	নির্মিত হয়েছে প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার মাধ্যমে।	নির্মাণ করেছে বর্ডার রোডস অর্গানাইজেশন।

মে ২০১৪ থেকে ২০১৯ পর্যন্ত পরিসংখ্যান

ওড়িশায় ২০১৪ সালের আগে জাতীয় মহাসড়ক ছিল ৪,৬৩২ কিলোমিটার যা ২০১৮ সালে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯,৪২৬ কিলোমিটার।

২০১৪ সালে উত্তর-পূর্ব ভারতের জন্য ৯৬টি সড়ক ও সেতু প্রকল্প মঞ্জুর করা হয়েছিল। সেগুলির মধ্যে ছয়টি প্রকল্প ইতিমধ্যেই সম্পূর্ণ হয়েছে আর ৯০টির কাজ চলছে।

উত্তর-পূর্ব ভারতে আন্তঃরাজ্য সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করতে সরকার নর্থ ইস্ট রোড সেক্টর ডেভেলপমেন্ট স্কিম চালু করেছে।

অসম মালা প্রকল্প

আগামী ১৫ বছরে 'ভারতমালা প্রকল্প'-এর অনুসারী 'অসম মালা প্রকল্প' রাজ্যে আধুনিক পরিকাঠামো গড়ে তুলবে। প্রশস্ত মহাসড়কের নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার পাশাপাশি সেগুলির সঙ্গে রাজ্যের সমস্ত গ্রামকে সড়কপথে যুক্ত করা হবে।

রাজধানী শহরগুলিকে সংযুক্ত করা

আসাম, অরুণাচল প্রদেশ এবং ত্রিপুরার রাজধানী ব্রডগেজ রেল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে যুক্ত হয়েছে।

মেঘালয়, মণিপুর, নাগাল্যান্ড, মিজোরাম ও সিকিমের রাজধানীকে নতুন ব্রডগেজ লাইনের মাধ্যমে যুক্ত করার কাজ শুরু হয়েছে।

রেল

- কলকাতা এবং হলদিয়া সমুদ্র বন্দরের সঙ্গে ইন্দো-বাংলাদেশ প্রোটোকল (আইবিপি) জলপথ এবং জাতীয় জলপথ-২ (ব্রহ্মপুত্র)-এর মাধ্যমে গুয়াহাটি টার্মিনাল পর্যন্ত কার্গো এবং কন্টেনার যাতায়াত শুরু হয়েছে। ইনল্যান্ড ওয়াটারওয়ে অথরিটি অফ ইন্ডিয়া এখন হলদিয়ায় একটি মাল্টি-মডেল টার্মিনাল গড়ে তোলার খসড়া তৈরি করছে।
- আসামে মহাবাহু ব্রহ্মপুত্র প্রকল্প উদ্বোধন করা হয়েছে। এটি নিয়ামাটি থেকে মাজুলি দ্বীপ পর্যন্ত, উত্তর গুয়াহাটি থেকে দক্ষিণ গুয়াহাটি এবং ধুবরি থেকে হাটসিঙ্গিমারী রো-প্যাক্স ভেসেল পরিষেবা চালু করেছে। এই পরিষেবা এই অঞ্চলগুলির মধ্যে দূরত্ব অনেকগুণ হ্রাস করেছে।
- ত্রিপুরার সোনামুড়া থেকে বাংলাদেশের দাউদকান্দি প্রোটোকল জলপথ ২০২০-র মে মাস থেকে চালু হয়েছে।
- 'সাগরমালা' প্রকল্পের অধীন ওড়িশায় ২০,০০০ কোটি টাকা বিনিয়োগে ৩৪টি প্রকল্প চিহ্নিত করা হয়েছে।

নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ

দুর্গাপুর ও সিন্দ্রি সার কারখানায় গ্যাস সরবরাহ। এই দুটি কারখানার কাজকর্মে অগ্রগতি হলে নতুন কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। সেই সঙ্গে কৃষকদের কাছে পর্যাপ্ত পরিমাণে সুলভে সার পৌঁছে যাবে

৩৪৮ কিলোমিটার দীর্ঘ গ্যাস পাইপলাইন

প্রধানমন্ত্রী উর্জা গঙ্গা পাইপলাইনের অঙ্গ হিসেবে ৩৪৮ কিলোমিটার দীর্ঘ ধোবী-দুর্গাপুর প্রাকৃতিক গ্যাস পাইপলাইন শাখাটি জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করা হয়েছে

মিশন পূর্বোদয়

মিশন পূর্বোদয় কর্মসূচির আওতায় কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব ভারতে ইন্টিগ্রেটেড স্টিল হাব গড়ে তুলছে

পশ্চিমবঙ্গের সুবিধা

ধোবী-দুর্গাপুর গ্যাস পাইপলাইনের ফলে প্রত্যক্ষভাবে পশ্চিমবঙ্গের ১০টি জেলা সহ বিহার ও ঝাড়খণ্ড উপকৃত হবে

৯,২৬৫ কোটি

ইন্দ্রধনুষ গ্যাস গ্রিড লিমিটেডের উত্তর পূর্ব গ্যাস গ্রিড প্রকল্পের জন্য অনুমোদিত। ১,৬৫৬ কিলোমিটার দীর্ঘ গ্যাস পাইপলাইন ৮টি রাজ্যেই সম্প্রসারিত হবে এবং এই অঞ্চলে শিল্পের বিকাশ ত্বরান্বিত করবে

শিল্প সংস্থাগুলিকে আরও সুযোগ সুবিধে...

উত্তর পূর্বাঞ্চল সম্পদে সমৃদ্ধ এলাকা। এই অঞ্চল থেকে সোনা, চুনাপাথর, ডলোমাইট, বক্সাইড, গ্রাফাইড, সিলেমেনাইট এবং লোহার মতো খনিজ সম্পদ পাওয়া যায়। একই সঙ্গে এই অঞ্চলে কৃষি ক্ষেত্রেও ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে।

৪৭.০২ কোটি টাকা এমএসএমই গুলিকে

২০১৯-এর জুন থেকে ২০২০-র মে পর্যন্ত উত্তর পূর্বাঞ্চলে এমএসএমই ক্ষেত্রের উন্নয়নের জন্য ৪৭.০২ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে

এই অঞ্চলের প্রত্যন্ত এলাকাতেও উন্নয়ন পৌঁছে যাচ্ছে, যার ফলে ভারতের পূর্বদিকের এই অংশটি দেশকে অগ্রগতির পথে চালিত করছে।

‘পূর্বোদয়’-এর নতুন মন্ত্র

পূর্ব ভারত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতের প্রবেশ দ্বার। ২০১৪ থেকে সরকার মিশন মোড ভিত্তিতে ‘পূর্বোদয়’ মিশনকে সামনে রেখে কাজ করে চলেছে। পূর্ব ভারত ও পশ্চিম ভারত ভারতমাতার দুটি হাত। পশ্চিম ভারতে অগ্রগতি হয়েছে কিন্তু পূর্ব ভারতের অগ্রগতি ছাড়া সমগ্র ভারতের উন্নয়ন সম্ভব নয় বলে মন্তব্য করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ্। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে সরকার পূর্ব ভারতের উন্নয়নে তিনটি বিষয়ে গুরুত্ব দিচ্ছে। এগুলি হলো – যোগাযোগ, বাণিজ্য ও সংস্কৃতি।

পশ্চিমবঙ্গ শিল্পের হাব হয়ে উঠছে

পশ্চিমবঙ্গ কেবল একটি রাজ্যের নাম নয়, বরং জীবনের একটি দিশা। এই অঞ্চলের দ্রুত অগ্রগতি এবং মৌলিক সুযোগ সুবিধা পৌঁছে দিতে নিরন্তর কাজ চলছে। কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গকে শিল্প ও উৎপাদন হাব বা তালুক হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা করেছে, যাতে এই রাজ্যটি তার হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার করতে পারে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী একমাত্র প্রধানমন্ত্রী যিনি ৪০ বারের বেশি পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলি সফর করেছেন। প্রতি ১৫ দিনে একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এই অঞ্চল সফর করেন

এই প্রথম কোনো একটি সরকার সমস্ত মন্ত্রক ও দপ্তরের বার্ষিক বাজেট বরাদ্দের অন্তত ১০ শতাংশ উত্তর পূর্বে খরচের জন্য বরাদ্দ করেছে

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যথার্থই বলেছেন :

"আজ বাংলা যেকথা ভাবে, ভারত তা ভাবে আগামীকাল। এই কথা থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে আমাদের এগিয়ে চলতে হবে।"

জাতীয় মহাসড়ক, জলপথ, বিমান পথ বা গ্রামগুলিতে ব্রডব্যান্ড সংযোগ যাই হোক না কেন এই রাজ্যের উন্নয়নে নিরন্তর কাজ চলছে। যে কোনো অঞ্চলের উন্নয়নে স্থানীয় মানুষের ক্ষমতায়ণ জরুরি। এরকম পরিস্থিতিতে সহজে ব্যবসা বাণিজ্যের উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলার বিষয়টি সরকারি কর্মসূচির ফলে স্থানীয় মানুষের কাছে এক নতুন দিশা হয়ে উঠেছে। গরিব মানুষের জন্য ৩০ লক্ষ গৃহ নির্মাণ থেকে উজ্জ্বলা যোজনার আওতায় ৯০ লক্ষ মহিলাকে বিনামূল্যে গ্যাস সংযোগের সুবিধা, জনধন যোজনার আওতায় ৪ কোটি মানুষের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলা, জলজীবন মিশনের মাধ্যমে ৪ লক্ষ পরিবারে পাইপবাহিত জল সংযোগের মতো একাধিক কর্মসূচির কাজ পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ মানুষের জীবনযাপনের মানোন্নয়নে এগিয়ে চলেছে।

আন্তর্জাতিক যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রসারে নেপাল, ভারত ও বাংলাদেশকে যুক্ত করে একটি সড়ক নির্মাণ প্রকল্পের কাজ চলছে। কলকাতায় পূর্ব-পশ্চিম মেট্রো করিডরের জন্য ৮,৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এটি দেশের প্রথম আন্ডার ওয়াটার মেট্রো পরিষেবা হয়ে উঠতে চলেছে।

পূর্ব ভারতে মানুষের জীবনযাপনের মানোন্নয়নে এবং ব্যবসা বাণিজ্যের বিকাশে বন্ধ হয়ে যাওয়া কলকারখানাগুলির পুনরুজ্জীবন করা হচ্ছে। এছাড়াও রেল, সড়ক, বিমান বন্দর, বন্দর ও জলপথ প্রকল্পের কাজ চলছে। গ্যাসের অভাবের দরুণ কলকারখানাগুলি বন্ধ হয়ে যায়। এই প্রেক্ষিতে সরকার পূর্ব ভারতের সঙ্গে পূর্ব উপকূলীয় ও পশ্চিম উপকূলীয় বন্দরগুলির মধ্যে যোগাযোগ গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেয়। প্রধানমন্ত্রী উর্জা গঙ্গা প্রকল্পের আওতায় ২০২১-এর ফেব্রুয়ারিতে ৩৫০ কিলোমিটার দীর্ঘ ধোবী-দুর্গাপুর পাইপলাইন প্রকল্পের সূচনা হয়।

উগ্রপন্থা রোধ

২০১৪-র পর সরকার দেশের পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলের মধ্যে বিকাশের ক্ষেত্রে সমতা আনার চেষ্টা করে। সরকারের এই প্রয়াসে পূর্ব ভারতে শান্তি, নিরাপত্তা, যোগাযোগ এবং আর্থিক উন্নয়নের ওপর সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। কারণ শান্তি ছাড়া উন্নয়ন সম্ভব নয়

২০১৫-তে সরকার এবং নাগাল্যান্ডের ন্যাশনাল সোসালিস্ট কাউন্সিলের আইজাক-মুইভা গোষ্ঠীর মধ্যে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। অশান্ত উত্তর পূর্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই এই চুক্তি। ৮০ বারের বেশি পারস্পরিক আলোচনা ও বোঝাপড়ার পর দুই পক্ষের মধ্যে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়

৭৫০ কোটি টাকার

আওতায় বোডোল্যান্ড আঞ্চলিক পরিষদ (বিটিসি)-এর প্যাকেজের মধ্যে ৬৫টি প্রকল্পের জন্য ৭৪৯.৬৪ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। এর মধ্যে ৭১১.১৯ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে

বোরো চুক্তি : আসামে বিভিন্ন বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর সঙ্গে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলি ২০২০-র জানুয়ারিতে বোরো শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর করে

২০২০-র জানুয়ারিতে বোরো চুক্তি স্বাক্ষরের পর বিভিন্ন বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর ২,২৫৯ জন ক্যাডার আত্মসমর্পণ করে

৩৫০ কোটি টাকা

দেওয়া হয়েছে কার্বি আঙলঙ স্বশাসিত আঞ্চলিক পরিষদ (কেএএটিসি) প্যাকেজের আওতায়

কেএএটিসি প্যাকেজের আওতায় ২০টি প্রকল্পের জন্য ১৮৭.২৮ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে এবং ইতিমধ্যেই ৯৫.৭১ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে

২০১৮ থেকে মনিপুরে নিরাপত্তা পরিস্থিতিতে লক্ষ্যণীয় অগ্রগতি হয়েছে। এই রাজ্যে ২০১৭ থেকে অশান্তি ও হিংসার ঘটনা ২৪ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে।

দিমা হাসাও স্বশাসিত আঞ্চলিক পরিষদ (ডিএইচএটিসি)-এর জন্য ২০০ কোটি টাকার বিশেষ উন্নয়নমূলক প্যাকেজের আওতায় ১০টি প্রকল্প খাতে ১২৯.৩৯ কোটি টাকা বরাদ্দ এবং ৭৩.৮০ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে

জীবনযাপনের মানোন্নয়নে সরকারের অগ্রাধিকার

উজ্জ্বলা যোজনায় মোট ৮ কোটি সুফলভোগীর অর্ধেকের বেশি পূর্ব ভারতের। মোট ২৯ কোটি রান্নাস গ্যাস সংযোগের মধ্যে ১৯.৫ কোটি পূর্ব ভারতে দেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ আবাস যোজনায় নির্মিত মোট ২ কোটি বাড়ির মধ্যে ১.৯২ কোটি পূর্ব ভারতে। স্বচ্ছ ভারত মিশনের আওতায় মোট ১০ কোটি শৌচাগারের মধ্যে ৪.৫ কোটি পূর্ব ভারতে এবং এই অঞ্চলে ১ কোটির বেশি বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হয়েছে

১৩,১৯৯.৩৬ কোটি

২০১৪-১৫ এবং ২০২০-২১ এর মধ্যে উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় উন্নয়ন মন্ত্রকের পক্ষ থেকে উত্তর পূর্বের রাজ্যগুলিকে দেওয়া হয়েছে

পশ্চিমবঙ্গে ৯০ লক্ষ মহিলাকে উজ্জ্বলা যোজনার আওতায় গ্যাস সংযোগ দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে ৩৬ লক্ষের বেশি মহিলা তপশিলি জাতি/ উপজাতির

৯৯%

পশ্চিমবঙ্গে রান্নার গ্যাস সংযোগ। ২০১৪-তে ছিল কেবল ৪১ শতাংশ

ধন পুরস্কার মেলা কর্মসূচির আওতায় ৭.৫ লক্ষ চা বাগান কর্মীর অ্যাকাউন্টে কোটি কোটি টাকা জমা করা হয়েছে

- **অধিক চাহিদা মেটাতে হলদিয়ায় সদ্য চালু হওয়া এলপিটি ইমপোর্ট টার্মিনাল বড় ভূমিকা নিতে পারে। এই টার্মিনাল পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, বিহার, ঝাড়খণ্ড, ছত্তিশগড়, উত্তরপ্রদেশ এবং উত্তর পূর্বে ২ কোটির বেশি মানুষের কাছে গ্যাস পৌঁছে দিতে পারবে**
- **উজালা কর্মসূচীর আওতায় পশ্চিমবঙ্গে ৯২.২৯ লক্ষ এলইডি বাতি বিতরণ করা হয়েছে; মেঘালয়ে ৪.৩৩ লক্ষ; আসামে ৭১.৭৬ লক্ষ; নাগাল্যান্ডে ১০.৯৯ লক্ষ; মণিপুরে ২.৯৯ লক্ষ; ত্রিপুরায় ১০.৫৪ লক্ষ এবং মিজোরামে ৬.১৫ লক্ষ। ওড়িশায় ১০০ শতাংশ বৈদ্যুতিকীকরণের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে**
- **জলজীবন মিশনের আওতায় প্রতি পরিবারে নলবাহিত জলের সংযোগ দেওয়া হচ্ছে। সিকিমে কর্মসূচির আওতায় সংযোগ পরিধি বেড়ে ৭৩.১৬ শতাংশ, অন্যদিকে, মণিপুরে ৪২.০১ শতাংশ হয়েছে**
- **৪১.৮৪ কোটি জনধন অ্যাকাউন্টের মধ্যে ১৬.২২ কোটি এই অঞ্চলের**

এই পাইপলাইন প্রকল্পের ফলে প্রত্যক্ষভাবে পশ্চিমবঙ্গের ১০টি জেলা সহ বিহার ও ঝাড়খণ্ড উপকৃত হবে। পাইপবাহিত গ্যাস সংযোগ পৌঁছে দেওয়ার পাশাপাশি রাজ্যে প্রায় ১১ লক্ষ কর্মদিবস তৈরি হয়েছে। কেবল শিল্প সংস্থাগুলির কাছেই নয়, কোটি কোটি বাড়িতে পাইপবাহিত গ্যাস পৌঁছে যাবে এবং সিএনজি চালিত যানবাহনগুলির জ্বালানির চাহিদা মিটবে। এর ফলে দূষণ নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হবে এবং খরচ বাঁচবে। এই পাইপলাইন চালু হওয়ার ফলে দুর্গাপুর ও সিন্দ্রি সার কারখানায় নিরবিচ্ছিন্ন গ্যাস সংযোগ সুবিধা গড়ে উঠবে। উজ্জ্বলা যোজনার সূচনার পর পূর্ব ভারতে এলপিজি চাহিদা লক্ষ্যণীয় হারে বেড়েছে। ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে হলদিয়ায় গড়ে ওঠা এলপিজি ইমপোর্ট টার্মিনালটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এমনকি এই এলপিজি টার্মিনালের ফলে পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, বিহার, ঝাড়খণ্ড, ছত্তিশগড়, উত্তরপ্রদেশ এবং উত্তর পূর্বের কোটি কোটি পরিবার লাভবান হবে। এবছরের বাজেটে পশ্চিমবঙ্গে অর্থনৈতিক করিডর গড়ে তোলার জন্য ২৫,০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

বাংলা সর্বদাই সময়ের আগে থেকেছে। যদি এই রাজ্যটি বিগত কয়েক দশকে তার উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করতে পারতো তাহলে ভাবুন আজ এই রাজ্যটি কোথায় পৌঁছে যেতো

- প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

নীতি পরিবর্তনের ফলে পূর্ব ভারতের বিকাশ ত্বরান্বিত

পূর্ব ভারতের আঙ্গিক পরিবর্তনের রূপরেখা চারটি মৌলিক স্তম্ভের ওপর ভিত্তি করে স্থির করা হয়েছে। এই অঞ্চলের উন্নয়নে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে; পরিকাঠামো ও যোগাযোগ খাতে খরচ বাড়ানো হচ্ছে এবং সমগ্র ব্যবস্থার সম্প্রসারণ করা হচ্ছে; জীবনজীবিকার সুবিধা দেবে এমন কর্মসূচির সূচনা হচ্ছে এবং এই অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়নে একাধিক নতুন পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।

যে কোনো পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এক সুদৃঢ় ব্যবস্থা থাকা জরুরি। কেবল তাই নয়, এই ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য প্রয়োজন নিরন্তর নজরদারির।

শিক্ষা ও ক্রীড়া

২০২০
ডিসেম্বর

গুয়াহাটিতে একটি নতুন মেডিকেল কলেজের শিলান্যাস। ২০১৬ পর্যন্ত এখানে ৬টি মেডিকেল কলেজ ছিল। গত ৫ বছরে আরও ৬টি নতুন মেডিকেল কলেজ গড়ে তোলা হয়েছে

গুয়াহাটি এইমস্ গড়ে তোলার কাজ পুরোদমে চলছে। শিক্ষার্থীদের প্রথম ব্যাচের পঠন-পাঠন ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। চাঙসারিতে নতুন এইমস্ গড়ে তোলা হচ্ছে। ২টি নতুন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ এবং ১৬টি নতুন পলিটেকনিক প্রতিষ্ঠান চালু হয়েছে

স্থানীয় একজন বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদের নামে গুয়াহাটির নতুন সাই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের নামকরণ করা হবে

ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত মোবাইল অ্যাপ

আসামে বিশ্ব বিদ্যা আসাম মোবাইল অ্যাপের সূচনা হয়েছে। সিকিমের সমস্ত বিদ্যালয়ে সিকিম এডুকেশন অ্যাপ কার্যকর হয়েছে

- **মণিপুর মার্শাল আর্ট, থাং-টার মতো খেলাগুলিকে জাতীয় স্বীকৃতি দিতে ২০২১- এর খেলো ইন্ডিয়া যুব গেমস্ - এ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে**
- **২০২১-২২ সাধারণ বাজেটে তপশিলি উপজাতির ছেলেমেয়ের জন্য ৩০৪টি একল বিদ্যালয় গড়ে তোলার প্রস্তাব**
- **শিক্ষা মন্ত্রক উত্তর-পূর্বাঞ্চলে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বে (পিপিপি) ৩টি ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অফ ইনফরমেশন টেকনোলজি (আইআইআইটি) গড়ে তুলেছে**

হেল্পলাইন 'ভরসা'

ওড়িশায় বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠন-পাঠনরত সমস্ত পড়ুয়ার জন্য জ্ঞান-ভিত্তিক বিশেষ পুনর্বাসন পরিষেবা পৌঁছে দিতে এই হেল্পলাইন চালু হয়েছে

ইন্টারনেট যোগাযোগ ব্যবস্থার মানোন্নয়নে বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। ২,৯২৮টি গ্রামে মোবাইল পরিষেবা পৌঁছে দিতে ২,০০৪টি টাওয়ার বসানো হয়েছে। উত্তর-পূর্বে ৬ হাজারেরও বেশি গ্রামে ইন্টারনেট যোগাযোগ ব্যবস্থা পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে

প্রতি দু'সপ্তাহে একজন পূর্ণ মন্ত্রী এই অঞ্চলের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড পর্যালোচনার জন্য সফর করছেন। এর ফলে, কর্মসূচিগুলির সুফল সময় মতো পৌঁছে দেওয়া সুনিশ্চিত হচ্ছে। এছাড়াও, প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে আরও মজবুত করতে এবং যে কোনও প্রকল্পের রূপায়ণে যাতে বিলম্ব না ঘটে, তার জন্য চিফ নোডাল অফিসার হিসাবে যুগ্মসচিব পর্যায়ের একজন আধিকারিক নিয়োগ করা হয়। নোডাল অফিসার হিসাবে ডাইরেক্টর পদমর্যাদার আধিকারিককে দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে। এই আধিকারিকরা উন্নয়নে আগ্রহী জেলাগুলিতে বিশেষ অগ্রাধিকার দিয়ে প্রকল্পগুলির কাজকর্ম খতিয়ে দেখার জন্য সফর করছেন।

উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রক একমাত্র অঞ্চল-ভিত্তিক মন্ত্রক, যার নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকা রয়েছে। মন্ত্রক কেবল উত্তর-পূর্ব ভারতের চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব দিয়ে থাকে। মন্ত্রকের জন্য বরাদ্দকৃত তহবিল কখনই কেন্দ্রের কাছে ফেরৎ যায় না। এর ফলে, পরিকাঠামোর উন্নয়ন আরও দ্রুত হয় এবং এই অঞ্চলে নতুন পরিকাঠামো প্রকল্প খাতে বাজেট সংস্থান ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। ২০১৪ থেকেই মন্ত্রকের জন্য বাজেট বরাদ্দ ক্রমশ বাড়ানো হচ্ছে। ২০১৯-২০'তে মন্ত্রক রেকর্ড ১০০ শতাংশ অর্থই খরচ করেছে।

সরকার উত্তর-পূর্বের মানুষের জন্য প্রাপ্য-সম্মান সুনিশ্চিত করেছে। উত্তর-পূর্বের ছাত্রছাত্রীদের জন্য দিল্লির জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৭.৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে হোস্টেল গড়ে তোলা হয়েছে। এছাড়াও, দিল্লির দ্বারকাতে ১১৬ কোটি টাকা ব্যয়ে উত্তর-পূর্ব কনভেনশন সেন্টার গড়ে তোলা হচ্ছে।

কৃষি ও বনজ

উত্তর-পূর্বাঞ্চলে কৃষি কাজের বিকাশে সহায়তার জন্য সরকার একাধিক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে

উত্তর-পূর্বে জাফরান

দেশে জাফরান চাষের সম্প্রসারণ ঘটানো হচ্ছে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে

কৃষি উড়ান কর্মসূচির সূচনা হয়েছে এবং বাগডোগরা, গুয়াহাটি ও আগরতলা বিমানবন্দর থেকে আনারস, আদা কিউই ও অন্যান্য অর্গানিক কৃষিজ সামগ্রীর পরিবহণ শুরু হয়েছে

দেশের প্রথম সম্পূর্ণ জৈব পদ্ধতিতে কৃষি কাজের রাজ্য

প্রায় ৭৫ হাজার হেক্টর কৃষি জমির সুস্থায়ী পদ্ধতিতে কৃষি কাজের উপযোগী করে তুলে সিকিম দেশের প্রথম সম্পূর্ণ জৈব পদ্ধতিতে কৃষি কাজের রাজ্য হয়ে উঠেছে

১০০০ কোটি বরাদ্দ

২০২১-২২ সাধারণ বাজেটে আসাম ও পশ্চিমবঙ্গে, বিশেষ করে মহিলা চা বাগান কর্মী ও তাঁদের ছেলেমেয়েদের কল্যাণে বরাদ্দ

- **উত্তর-পূর্বে মিশন অর্গানিক ভ্যালু চেন ডেভেলপমেন্টের পক্ষ থেকে ২০২০'র অক্টোবরে অরুণাচল প্রদেশের জিরো উপত্যকায় উৎপাদিত কিউই ফলটিকে অর্গানিক কৃষিজ পণ্যের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে**
- **বাঁশ চাষের ৩৫ শতাংশ এলাকাই উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে। সরকার ভারতীয় অরণ্য আইন ১৯২৭ সংশোধন করে বাঁশকে বৃক্ষের পরিবর্তে ঘাস প্রজাতির উদ্ভিদ হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে**
- **জাতীয় বাঁশ মিশনের আওতায় সরকার ২০২০'র সেপ্টেম্বরে ৯টি রাজ্যে ২২টি বাম্বু ক্লাস্টার চালু করেছে**

শিল্প, সংস্কৃতি, খাদ্য ও পর্যটন

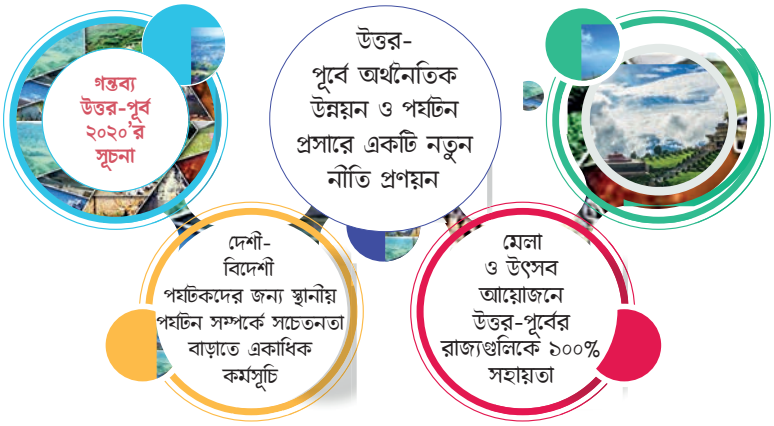

অনন্য পর্যটন কেন্দ্রের উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় দেশে এ ধরনের ১৭টি পর্যটন কেন্দ্রের মধ্যে কাজিরাঙ্গাকেও চিহ্নিত করা হয়েছে

উত্তর-পূর্বাঞ্চলে দ্রুত, সার্বিক ও সুস্থায়ী অর্থনৈতিক বিকাশের পথে বিভিন্ন বাধা-বিপত্তি চিহ্নিত করতে ২০১৮'র ফেব্রুয়ারিতে নীতি ফোরাম গঠন করা হয়। এটিই ছিল নীতি আয়োগের গঠিত দেশের প্রথম আঞ্চলিক ফোরাম। এই ফোরামের যৌথভাবে সভাপতিত্ব করেন নীতি আয়োগের ভাইস চেয়ারম্যান এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রী। উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় পরিষদ (এনইসি) এই ফোরামের সচিবালয় হিসাবে কাজ করছে। ফোরামে উত্তর-পূর্বের সমস্ত রাজ্যের প্রতিনিধি রয়েছেন। সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় মন্ত্রক ও দপ্তরগুলির প্রতিনিধিরাও ফোরামে আছেন। এছাড়াও, আইআইটি গুয়াহাটি, আইআইএম শিলং, এনইআরআইএসটি, আরআইএস এবং আরএফআরআই – এর মতো অগ্রণী প্রতিষ্ঠানগুলির বিশেষজ্ঞ ও প্রতিনিধিরা ফোরামে রয়েছেন।

উত্তর-পূর্ব চালিকাশক্তি হয়ে উঠছে

অরুণাচল প্রদেশ, আসাম, মণিপুর, মেঘালয়, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, সিকিম এবং ত্রিপুরা কেবল ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যই নয়, বরং দেশের অগ্রগতির চালিকাশক্তি। পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে এক তালিকায় সামিল করে এই রাজ্যগুলি দেশের অন্যান্য অংশের মতোই অগ্রগতির পথে এগিয়ে চলেছে। উত্তর-পূর্বের এই ৮টি রাজ্যের আরও একটি কারণে বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে, তা হল – দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও সেখানকার বিশাল বাজারে পৌঁছনোর প্রবেশদ্বার। এই রাজ্যগুলির সঙ্গে বাংলাদেশ, ভুটান, মায়ানমার, নেপাল ও চীনের আন্তর্জাতিক সীমান্ত রয়েছে।

২০১৪'র পর 'অ্যাক্ট ইস্ট' নীতির ফলে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই অঞ্চলে দ্রুতগতিতে উন্নয়নের ফলে মায়ানমারের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যিক

“আমরা এখন উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে ভারতের উন্নয়নের যাত্রাপথের কাহিনীতে প্রবেশদ্বার হিসাবে গড়ে তুলতে কাজ করছি। নেতাজী একবার বলেছিলেন, উত্তর-পূর্বাঞ্চল ভারতের স্বাধীনতার প্রবেশদ্বার”

-প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

লেনদেনের পরিমাণ ২০১৪’র তুলনায় দ্বিগুণেরও বেশি বেড়েছে। পরিকাঠামো ক্ষেত্রে অগ্রগতির ফলে আসাম এখন আত্মনির্ভর ভারতের গুরুত্বপূর্ণ চালিকাশক্তি হয়ে উঠছে। রাজ্যের বিভিন্ন গ্রামে বেশ কয়েক বছর ধরে প্রায় ১১ হাজার কিলোমিটার সড়ক নির্মিত হয়েছিল। ভুপেন হাজারিকা সেতু বা বগিবিল সেতু অথবা সরাইঘাট সেতু – যাই হোক না কেন, এগুলি সবই রাজ্যের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতিতে সাহায্য করেছে। এ ধরনের সেতু নির্মাণের ফলে স্থানীয় মানুষের যাতায়াতে সুবিধা হয়েছে এবং শিল্প সংস্থার অগ্রগতিতে অনুকূল পরিবেশ গড়ে উঠেছে। উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলি এখন জৈব পদ্ধতিতে কৃষি কাজের অন্যতম কেন্দ্র হয়ে উঠছে। সেই সঙ্গে সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র অটুট রেখে পর্যটনেও উন্নতি করছে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, আধুনিক প্রক্রিয়াকরণ ইউনিটগুলির সুযোগ-সুবিধা আরও বেশি করে আদিবাসী মানুষ, যাঁরা বনজ সম্পদ সংগ্রহ করে থাকেন, তাঁদের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। এছাড়াও, বাঁশ ও জৈব পদ্ধতিতে উৎপাদিত কৃষিজ সামগ্রীর জন্য ক্লাস্টার বা তালুক গড়ে তুলতে হবে। সমগ্র উত্তর-পূর্ব জৈব পদ্ধতিতে কৃষি কাজের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হয়ে উঠতে পারে। এই অঞ্চলটি বহু দশক ধরে পিছিয়ে ছিল। এখন ‘পূর্বোদয়’ কর্মসূচির মাধ্যমে অগ্রগতির পথে যাত্রা শুরু করেছে। এই অঞ্চলের রাজ্যগুলির সঙ্গে সহযোগিতায় সরকারের বিভিন্ন প্রচেষ্টার ফলে সমগ্র অঞ্চলটি ধীরে ধীরে আত্মনির্ভর হয়ে উঠছে। এই অঞ্চলের হিত গৌরব পুনরুদ্ধার নতুন ভারতের কাছেও প্রেরণাদায়ক হয়ে উঠতে পারে। ■

সংসদে প্রধানমন্ত্রীর পুরো ভাষণ শোনার জন্য এই কিউআর কোড দুটি স্ক্যান করুন

মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত

আত্মনির্ভর ভারতের লক্ষ্যে ধীরে ধীরে অগ্রসর

বিভিএফসিএল-কে সরকারি সাহায্যের ফলে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে অগ্রগতি ও বিকাশ ত্বরান্বিত হবে

সিদ্ধান্ত : কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত কমিটি ব্রহ্মপুত্র ভ্যালি ফার্টিলাইজার্স কর্পোরেশন লিমিটেড (বিভিএফসিএল)-কে তার ইউরিয়া উৎপাদন ইউনিটের কাজকর্ম স্বাভাবিক রাখতে ১০০ কোটি টাকা সহায়তার প্রস্তাব মঞ্জুর করেছে

সুবিধা :

- **যন্ত্রাংশ, বৈদ্যুতিন সামগ্রী, সরঞ্জাম ও অন্যান্য সহায়ক যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করে এই সার উৎপাদন কারখানায় স্বাভাবিক কাজকর্ম বজায় রাখতে ন্যূনতম মেরামতির উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। মেরামতির কাজে খরচ ধরা হয়েছে আনুমানিক ১০০ কোটি টাকা**
- **বিভিএফসিএল - এর চালু ইউনিটের সংখ্যা ২টি। নামরূপে বিভিএফসিএল কারখানা চত্বরে নামরূপ-II এবং নামরূপ-III ইউনিট চালু রয়েছে**
- **বিভিএফসিএল-কে ১০০ কোটি টাকার সাহায্যের ফলে বার্ষিক ইউরিয়া উৎপাদন ক্ষমতা বেড়ে হবে ৩.৯ লক্ষ মেট্রিক টন। উৎপাদন পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বিশেষ করে আসামে চা শিল্প ও কৃষি কাজে ইউরিয়ার সময়মতো যোগান সুনিশ্চিত হবে**
- **এই সার উৎপাদন কারখানায় বর্তমানে স্থায়ী প্রায় ৫৮০ জন কর্মীর স্থায়ী-ভিত্তিতে কাজ অব্যাহত থাকবে এবং অস্থায়ীভাবে আরও ১,৫০০ জন কাজের সুযোগ পাবেন**
- **এই কারখানার উৎপাদন অব্যাহত থাকলে ২৮,০০০ মানুষ প্রত্যক্ষভাবে লাভবান হবেন**

ব্রহ্মপুত্রের কবি

আসামের অতুলনীয় সৌন্দর্য ও সংস্কৃতির প্রতিফলন ঘটে তার চা, হস্তশিল্প, তাঁতশিল্প, রেশম ও অন্যান্য অনেক কিছুর মধ্য দিয়ে। এগুলি ছাড়াও আসামের পরিচয় আরও একটি কারণে অত্যন্ত সুবিদিত, বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ভুপেন হাজারিকার জন্য। প্রয়াণের পরেও তাঁর সঙ্গীতের মাধুর্য্য এখনও অগণিত সঙ্গীত-প্রেমীকে উদ্বুদ্ধ করে....

জন্ম : ৮ সেপ্টেম্বর, ১৯২৬ মৃত্যু : ৫ নভেম্বর,

ভুপেন হাজারিকা জন্মগ্রহণ করেন আসামের সাদিয়ায়। তাঁর পিতা নীলাকান্ত এবং মাতা শান্তিপ্রিয়া হাজারিকা। ১০ বছর বয়সে প্রথম গান রেকর্ড করার মধ্য দিয়েই তাঁর সহজাত দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। মাত্র ১৩ বছর বয়সেই তিনি প্রথম গান লিখেছিলেন। বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। এরপর তিনি মাস কম্যুনিকেশনে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জনের জন্য নিউইয়র্কে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনোর জন্য যান। সেখানে পড়াশুনোর সময় প্রবাদ প্রতীম কণ্ঠশিল্পী ও নাগরিক অধিকার সুরক্ষা কর্মী পল রবসনের আদর্শের প্রতি তিনি উদ্বুদ্ধ হন। রবসনের 'ওল্ড ম্যান রিভার' থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে ভুপেন হাজারিকা 'বিস্তীর্ণ পারোরে' গানটি রচনা করেন। এই গানের হিন্দি সংস্করণ 'ও গঙ্গা বেহেতি হো কিউ' রচনা করেন গুলজার। সিনেমার মাধ্যমে শিক্ষামূলক কৌশল ও আদর্শের বিভিন্ন দিক নিয়ে অধ্যয়নের জন্য তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লিসলে ফেলোশিপ পান।

হাজারিকা ছিলেন একাধারে কবি, সুরকার, কণ্ঠশিল্পী, অভিনেতা, সাংবাদিক, লেখক এবং চলচ্চিত্র প্রযোজক। নিজেকে যাযাবর হিসাবে ঘোষণা করে হাজারিকা আসামের লোক ঐতিহ্যকে বিশ্ব চরাচরে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন, যার প্রতিফলন ঘটে তাঁর অসংখ্য গানের মধ্য দিয়ে।

হাজারিকার সহজাত ক্ষমতা কেবল অসমিয়া ভাষার মধ্যেই সীমিত ছিল না। তিনি বাংলা ও হিন্দিতেও অসংখ্য গান লিখেছিলেন। বহু হিন্দি সিনেমার জন্য তিনি সুরকার হিসাবে কাজ করলেও তাঁর স্মরণীয় সুর সৃষ্টির পরিচয় মেলে 'রুদালি' ছবিতে। পুরস্কার জয়ী 'দিল হুম হুম করে' গানটি এখনও বহু শ্রোতার হৃদয়ে স্পর্শ করে। তাঁর রচিত গান ও সঙ্গীত আসামে ভুপেন্দ্র সঙ্গীত হিসাবে পরিচিত। তিনি একাধারে বহু অসমিয়া ছবি 'এরা বাতার সুর, শকুন্তলা, প্রতিধ্বনি, মন প্রজাপতি প্রভৃতিতে গীতিকার ও সুরকার হিসাবে কাজ করেছেন। এমনকি, বহু ছবি প্রযোজনা ও নির্দেশনাও করেছেন। জনপ্রিয় কয়েকটি হিন্দি ছবি, যেখানে তিনি তাঁর শিল্পকর্মের নিদর্শন রেখেছিলেন, সেগুলির মধ্যে রয়েছে – রুদালি, একপল, দর্মিয়া, দমন, সাজ, পাপিহা, গজগামিনী প্রভৃতি। তিনি সামাজিক সচেতনতার জন্যও একাধিক গান রচনা এবং সুর সংযোগ করেছিলেন।

১৯৭৫ সালে হাজারিকা চামেলী মেমসাব ছবিতে সুর সংযোজনের জন্য শ্রেষ্ঠ সুরকারের জাতীয় পুরস্কার পান। ১৯৯২ সালে তাঁকে দাদাসাহেব ফালকে এবং ২০১৯ সালে ভারতরত্ন সম্মানে ভূষিত করা হয়।

এরকম একটি গান হ'ল 'দোলা দোলা'। তিনি ১ হাজারেরও বেশি গান লিখেছিলেন এবং সাহিত্যিক হিসাবে তাঁর ১৫টি বই রয়েছে। দু'দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি আমার প্রতিধ্বনি এবং প্রতিধ্বনি নামে দুটি মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। ব্রহ্মপুত্রের কবি হিসাবে পরিচিত ভুপেন হাজারিকা এমন এক সঙ্গীতের মাধুর্য্য তৈরি করেছিলেন, যা এখনও শ্রোতাদের মনে চিরন্তন হয়ে রয়েছে। তাঁর অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি-স্বরূপ সরকার আসামে দেশের বৃহত্তম সড়ক সেতুটির নামকরণ করেছে ভুপেন হাজারিকা সেতু। ■

আমাদের এক ইঞ্চি জমিও কাউকে নিতে দেবো না : প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং

ভারত কখনও অন্য দেশের জমি জবরদখল করেনি। কিন্তু সর্বদাই নিজের সীমান্ত সুরক্ষা সুনিশ্চিত করেছে এবং নিরাপত্তার জন্য সব রকম পদক্ষেপ নিয়েছে। ভারতের এই প্রচেষ্টার ফলেই দীর্ঘ ন'মাস মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকার পর ভারত ও চীন প্যাংগং হ্রদের উত্তর ও দক্ষিণ দিক থেকে সেনা প্রত্যাহারের বিষয়ে সহমতে পৌঁছেছে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ২০২১ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি সংসদে এ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন

২০২০'র মে মাস থেকে দীর্ঘ ন'মাস মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকার পর প্যাংগং হ্রদের উত্তর ও দক্ষিণ দিক থেকে ভারত ও চীন সেনা প্রত্যাহারের বিষয়ে সহমতে পৌঁছেছে। উভয় পক্ষের সিনিয়র কমান্ডর পর্যায়ে ৯ বার বৈঠক হয়েছে। একইসঙ্গে, এই অচলাবস্থার সমাধানে দু'দেশ কূটনৈতিক পর্যায়ে আলাপ-আলোচনা চালিয়ে গেছে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নির্দেশ অনুযায়ী, ভারতের রণকৌশল ও প্রয়াস পরিচালিত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী সুস্পষ্টভাবে বলেছিলেন, ভারতের থেকে এক ইঞ্চি জমি কেউ নিতে পারবে না। তিনি আশ্বস্ত করে বলেছিলেন, এই চুক্তির ফলে ভারতের হারানোর কিছু নেই।

নিম্নলিখিত বিষয়গুলিতে সহমতে পৌঁছনো গেছে :

- **উভয় পক্ষই প্যাংগং হ্রদের উত্তর ও দক্ষিণ দিক থেকে সেনা প্রত্যাহারের বিষয়ে সহমতে পৌঁছেছে**
- **উভয় পক্ষই পর্যায়ক্রমে, সমন্বয়ের ভিত্তিতে এবং পারস্পরিক সত্যতা যাচাইয়ের মাধ্যমে অগ্রবর্তী সেনাঘাঁটিগুলি ছেড়ে আসবে**
- **হ্রদের উত্তর দিক থেকে পূর্ব দিকে ফিঙ্গার ৮ পর্যন্ত চীনের সেনা জওয়ানরা থাকবে**
- **ভারতীয় সেনা জওয়ানরা ফিঙ্গার ৩-এর কাছে স্থায়ী ঘাঁটি ধানসিং থাপা পোস্টে বহাল থাকবেন**
- **হ্রদের উত্তর ও দক্ষিণ দিকে ২০২০ সালের এপ্রিলের পর গড়ে তোলা যে কোনও ধরনের কাঠামো সরিয়ে ফেলা হবে এবং সমগ্র এলাকাকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনা হবে**

আলাপ-আলোচনার জন্য যে ৩টি মূল বিষয় অনুসরণ করা হয়েছে

প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বলেছেন, চীনা সেনাবাহিনীর একতরফা চ্যালেঞ্জের যথাযথ মোকাবিলা করেছে ভারতীয় সেনাবাহিনী। ভারতীয় সেনারা সেদেশের চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় সাহস ও বীরত্ব দেখিয়েছে। ভারত ৩টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অনুসরণ করে এক্ষেত্রে অগ্রসর হয়েছে। উভয় পক্ষই প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখা মেনে চলবে এবং তাকে সম্মান জানাবে; কোনও পক্ষই একতরফাভাবে স্বাভাবিক পরিস্থিতি পরিবর্তনের চেষ্টা করবে না এবং উভয় পক্ষই দু'দেশের মধ্যে সমস্ত চুক্তি ও বোঝাপড়া সম্পূর্ণ মেনে চলবে।

চীন অবৈধভাবে ভারতীয় ভূখন্ডের ৪৩ হাজার বর্গ কিলোমিটারের বেশি এলাকা নিজেদের দখলে রেখেছে

প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বলেছেন, ১৯৬২'র সংঘাতের সময় থেকেই চীন ভারতীয় ভূখন্ডে লাদাখে প্রায় ৩৮ হাজার বর্গ কিলোমিটার এলাকা অবৈধভাবে নিজেদের দখলে রেখেছে। অন্যদিকে, পাকিস্তানও অবৈধভাবে পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরে ভারতীয় ভূখন্ডের ৫,১৮০ বর্গ কিলোমিটার এলাকা চীনকে দিয়ে রেখেছে। এর ফলে, চীন অবৈধভাবে ভারতীয় ভূখন্ডের ৪৩,০০০ বর্গ কিলোমিটারেরও বেশি এলাকা দখল করে রেখেছে। এমনকি, অরুণাচল প্রদেশে ভারতীয় ভূখন্ডের প্রায় ৯০,০০০ বর্গ কিলোমিটার এলাকা চীন নিজেদের বলে দাবি করেছে। ■

অ্যারো ইন্ডিয়া প্রদর্শনীতে প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে ভারতের ক্রমবর্ধমান ক্ষমতার প্রকাশ

ভারতীয় বিমান বাহিনী তার ক্ষমতা ক্রমশ বাড়িয়ে চলেছে। এই ক্ষমতা প্রদর্শনের জন্য দ্বিবার্ষিক বিমান এবং উড়ান বিষয়ক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। কয়েক বছর ধরে এটি এশিয়ার বৃহত্তম এবং বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম সামরিক যুদ্ধ বিমানের প্রদর্শনী হয়ে উঠেছে। প্রদর্শনীর ত্রয়োদশ পর্ব ২০২১ – এর ৩-৫ ফেব্রুয়ারি বেঙ্গালুরুতে অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রদর্শনীর মধ্য দিয়ে সমগ্র বিশ্ব ভারতের সম্ভাবনাকে প্রত্যক্ষ করেছে

প্রথম অ্যারো ইন্ডিয়া প্রদর্শনী ১৯৯৬ সালে বেঙ্গালুরুর ইয়েলাহাঙ্কা বিমানঘাঁটিতে আয়োজিত হয়। তখন থেকে এই প্রদর্শনী বছরে দু'বার করে আয়োজিত হয়ে আসছে। ধীরে ধীরে এটি আন্তর্জাতিক মঞ্চে স্বীকৃতি পেয়েছে। অবশ্য, এ বছর প্রদর্শনী বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। কারণ, বিদেশি সংস্থাগুলি যারা তাদের প্রযুক্তির নিদর্শন পেশ করেছে, তারা এবং বিদেশি সংস্থাগুলির ভারতীয় সহযোগী অংশীদাররাও এবার প্রদর্শনীতে অংশ নিয়েছে। ২০২১ সালে অ্যারো ইন্ডিয়া প্রদর্শনীর রজত জয়ন্তীতে সমগ্র বিশ্ব ভারতের সক্ষমতা ও সম্ভাবনার পাশাপাশি আত্মনির্ভর ভারতের নিদর্শন প্রত্যক্ষ করেছে। এ বছর অ্যারো ইন্ডিয়া প্রদর্শনীর মূল ভাবনা ছিল নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতার জন্য মহাকাশ শক্তিকে কাজে লাগানো। অ্যারো ইন্ডিয়া প্রদর্শনীর সময় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং বলেন, "১২১টি সমঝোতাপত্র, ১৯টি প্রযুক্তি হস্তান্তর, ৪টি ক্ষেত্রে ভারতকে প্রযুক্তিগত পূর্ণ অধিকার, মহাকাশ ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত ১৮টি নিদর্শনের উদ্বোধন এবং ৩২টি গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণার মধ্য দিয়ে এবারের প্রদর্শনীর ব্যাপক সাফল্যের প্রতিফলন ঘটেছে"।

প্রতিরক্ষা উৎপাদন ক্ষেত্রে ভারত আত্মনির্ভরতার লক্ষ্যে অগ্রসর হচ্ছে

ভারত বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ অস্ত্রশস্ত্র আমদানিকারক দেশ। স্টকহোম ইন্টারন্যাশনাল পিস রিসার্চ ইন্সটিটিউটের প্রতিবেদন অনুযায়ী ভারত ২০১২ থেকে ২০১৮ পর্যন্ত সময়ে সবচেয়ে বেশি অস্ত্রশস্ত্র আমদানি করেছে। সারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশ এই সময় যে পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র আমদানি করেছে, তার ১৩ শতাংশই এসেছে ভারতে। অবশ্য, ভবিষ্যৎ চাহিদার বিষয়টি বিবেচনায় রেখে সরকার এখন প্রতিরক্ষা উৎপাদন ক্ষেত্রে ভারতকে আত্মনির্ভর করে তোলার ওপর গুরুত্ব দিচ্ছে।

হ্যাল'কে ৮৩টি তেজস যুদ্ধবিমান সরবরাহের বরাত

অ্যারো ইন্ডিয়া ২০২১-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে হিন্দুস্তান অ্যারোনোটিক্স লিমিটেড (হ্যাল)-কে ৮৩টি হাল্কা ওজনবিশিষ্ট তেজস যুদ্ধ বিমান সরবারহের বরাত দেওয়া হয়েছে। এই যুদ্ধ বিমানগুলির মধ্যে ৭৩টি হাল্কা ওজনের তেজস এমকে-১এ শ্রেণীর যুদ্ধ বিমান এবং ১০টি তেজস এমকে-১ শ্রেণীর প্রশিক্ষণ যুদ্ধ বিমান রয়েছে। হ্যালকে এই যুদ্ধ বিমানগুলি সরবরাহের জন্য ৪৮ হাজার কোটি টাকা বরাত দেওয়া হয়েছে, যা আজ পর্যন্ত কোনও দেশীয় সংস্থাকে দেওয়া সর্বাধিক বরাত। অ্যারো ইন্ডিয়া প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণকারী এমএসএমই-গুলি ২০৩ কোটি টাকার বরাত পেয়েছে।

অ্যারো ইন্ডিয়া ২০২১ : বিশ্বের প্রথম 'হাইব্রিড' বিমান প্রদর্শনী

অ্যারো ইন্ডিয়া ২০২১ প্রথম 'হাইব্রিড' বিমান প্রদর্শনী হয়ে উঠেছে। এতদিন পর্যন্ত কেবল যারা প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করতো, তারাই নিজেদের সক্ষমতা প্রদর্শনের সুযোগ পেতেন। কিন্তু, এবার অনেকে ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে প্রদর্শনীতে অংশ নিয়েছে। কোভিড-১৯ নিষেধাজ্ঞার দরুণ বহু মানুষ প্রদর্শনীতে আসার সুযোগ পাননি। তাই, তাঁদের কাছে ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে অংশগ্রহণ সুবিধা করে দিয়েছে। সারা বিশ্ব থেকে কমপক্ষে ৩৩৮টি বিদেশি সংস্থা ভার্চুয়ালি এই প্রদর্শনীতে অংশ নেয়।

মেক ইন ইন্ডিয়া উদ্যোগের আরও প্রসার

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আত্মনির্ভর ভারত গঠনের আহ্বানে অনুপ্রাণিত হয়ে এই প্রদর্শনীতে মহাকাশ ক্ষেত্রে ভারতের সর্বাধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগ এবং সক্ষমতার একাধিক নমুনা প্রদর্শিত হয়েছে। দর্শকরা হ্যালের হাল্কা ওজনবিশিষ্ট প্রশিক্ষণ যুদ্ধ বিমানের নৈপুণ্য, অ্যাডভান্স হক্ এমকে ১৩২ এবং সিভিল ডু-২২৮ শ্রেণীর বিমানের কর্মক্ষমতা প্রত্যক্ষ করেছেন। এছাড়াও, প্রদর্শনীর অঙ্গ হিসাবে ব্রাহ্মস ক্ষেপণাস্ত্র, সুখোই এসইউ-৩০ এমকেআই যুদ্ধ বিমান, আধুনিক হাল্কা ওজনের ধ্রুব হেলিকপ্টার, হাল্কা ওজনের অন্যান্য হেলিকপ্টার এবং একাধিক উদ্দেশ্যসাধক হেলিকপ্টার প্রদর্শিত হয়।

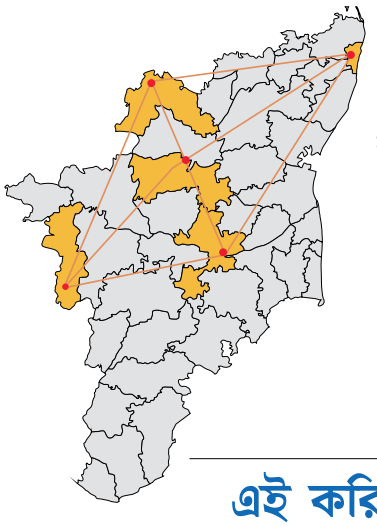

তামিলনাড়ু

প্রতিরক্ষা শিল্প করিডর :

চেন্নাই, কোয়েম্বাটোর, হোসুর, সালেম এবং তিরুচিরাপল্লীকে চিহ্নিত করা হয়েছে

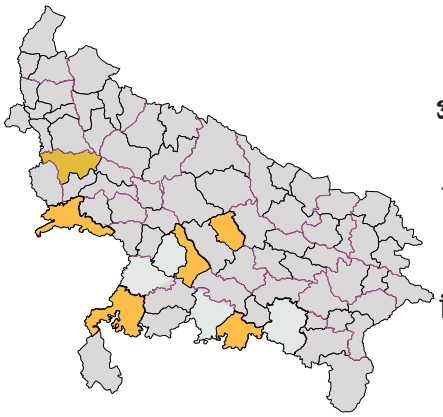

উত্তর প্রদেশ

প্রতিরক্ষা শিল্প করিডর :

দ্বিতীয় প্রতিরক্ষা শিল্প করিডরের অঙ্গ হিসাবে লক্ষ্ণৌ, কানপুর, ঝাঁসি, আগ্রা, আলিগড়, চিত্রকূটকে চিহ্নিত করা হয়েছে। এগুলি বুন্দেলখন্ড অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত

এই করিডরগুলির গুরুত্ব :

ভারত কেবল প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম ও অস্ত্রশস্ত্রের উৎপাদন বাড়াতে অগ্রাধিকার দিচ্ছে না, সেই সঙ্গে প্রতিরক্ষা সামগ্রীর রপ্তানি করতেও আগ্রহী। এর ফলে, বিশ্ব বাজারে এক উপযুক্ত সরবরাহ-শৃঙ্খল গড়ে উঠবে। এমনকি, এই করিডরগুলি দেশীয় প্রতিরক্ষা সামগ্রী উৎপাদনে পরিপূরক হয়ে উঠবে এবং আমদানি নির্ভরশীলতা কমিয়ে রপ্তানি বাড়াতে সাহায্য করবে।

কি প্রত্যাশা রয়েছে?

ভারত ২০২৫ সালের মধ্যে দেশীয় প্রতিরক্ষা সামগ্রীর উৎপাদন ২৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার করার পরিকল্পনা করেছে। এই লক্ষ্য পূরণে প্রতিরক্ষা শিল্প করিডর দুটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে এবং প্রতিরক্ষা সামগ্রীর উৎপাদন বাড়াবে। ভবিষ্যতে দেশীয় অস্ত্রশস্ত্রের পর্যাপ্ত সংখ্যায় উৎপাদন ও রপ্তানির উভয় উদ্দেশ্যই পূরণ হবে। ■

বন্যপ্রাণ রক্ষা ভারতের সুরক্ষা

এক খড়্গবিশিষ্ট গন্ডারের সংখ্যা বিংশ শতকে প্রায় বিলুপ্তির প্রান্তে পৌঁছে গিয়েছিল। বন্য পরিবেশে কেবল ২০০টি গন্ডার জীবিত ছিল। অবশ্য, সরকারের সময়োপযোগী পদক্ষেপ এবং উপযুক্ত সংরক্ষণের ফলে দেশে গন্ডারের সংখ্যা ধীরে ধীরে বেড়েছে। বর্তমানে এ শ্রেণীর গন্ডারের ৭৫ শতাংশই ভারতের বন্য পরিবেশে সুরক্ষিত রয়েছে। এছাড়াও, লেপার্ড, সিংহ, বাঘও অন্যান্য বন্যপ্রাণীর সংখ্যা ভারতে ক্রমশ বাড়ছে।

বন্যপ্রাণীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন ভারতীয় সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। পরিবেশ, জিনগত সংরক্ষণ, সামাজিক, অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক, শিক্ষামূলক, সাংস্কৃতিক, পশুপ্রেমীদের বিনোদন প্রভৃতি ক্ষেত্রে দেশ বন্যপ্রাণীর গুরুত্বপূর্ণ অবদানের কথা স্বীকার করে। অবশ্য, বিভিন্ন কারণে বহু প্রজাতির বন্যপ্রাণীর বিলুপ্তির আশঙ্কা রয়েছে। সরকার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে এবং বিলুপ্তপ্রায় এ ধরনের বন্যপ্রাণীর সংরক্ষণ ও সুরক্ষায় একাধিক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। কমপক্ষে ২২টি প্রজাতির বন্যপ্রাণীকে সংরক্ষণ কর্মসূচির তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ভারতে লেপার্ড, সিংহ, বাঘের সংখ্যায় লক্ষ্যণীয় অগ্রগতি হয়েছে। সংরক্ষণের উপযুক্ত ব্যবস্থার ফলেই এই সাফল্য পাওয়া গেছে।

তেসরা মার্চ বিশ্ব বন্যপ্রাণ দিবস উদযাপন উপলক্ষে আসুন আমরা দেখি ভারতে বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ ও সুরক্ষায় কতটা অগ্রগতি হয়েছে।

লেপার্ড

মোট সংখ্যা
১২,৮৫২
২০২০'র ডিসেম্বর পর্যন্ত

লেপার্ডের সংখ্যা ৬০ শতাংশ বৃদ্ধি

- ২০১৪ সালে সংখ্যা ছিল আনুমানিক ৭,৯১০
- মধ্যপ্রদেশ, কর্ণাটক ও মহারাষ্ট্রে লেপার্ডের সংখ্যা রেকর্ড বেড়ে হয়েছে যথাক্রমে - ৩,৪২১; ১,৭৮৩ এবং ১,৬৯০

সিংহ

- ২০১৫ থেকে ২৭ শতাংশ বেড়ে ২৮.৮৭ শতাংশ হয়েছে
- সিংহের প্রাকৃতিক আবাস এলাকা ২০১৫'তে ২২ হাজার বর্গ কিলোমিটার থেকে ৩৬ শতাংশ বেড়ে ২০২০'তে ৩০ হাজার বর্গ কিলোমিটার হয়েছে
- সরকার ২০১৮'তে এশীয় প্রজাতির সিংহের সংরক্ষণে কর্মসূচি শুরু করে

মোট সংখ্যা
৬৭৪
২০২০'র সমীক্ষা অনুযায়ী

বাঘ

বাঘের সংখ্যায় ৩৩ শতাংশ বৃদ্ধি

- ২০১৮'র গণনা অনুযায়ী ভারতে বাঘের সংখ্যা বেড়ে ২,৯৬৭ হয়েছে
- মধ্যপ্রদেশে বাঘের সংখ্যা সর্বাধিক ৫২৬টি বেড়েছে, কর্ণাটকে বেড়েছে ৫২৪টি এবং তৃতীয় স্থানে থাকা উত্তরাখন্ডে বেড়ে হয়েছে ৪২২
- সেন্ট পিটার্সবার্গ ঘোষণা অনুযায়ী ২০২২-এর আগেই ভারত বাঘের সংখ্যা দ্বিগুণ বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে তার অঙ্গীকার পূরণ করেছে
- ২০১৮'তে ব্যাঘ্র গণনায় ভারত বিশ্বের বৃহত্তম ক্যামেরা ট্র্যাপ ব্যবহার করে নতুন গিনেস রেকর্ড করেছে
- ভারতে এখন বন্য পরিবেশে জীবিত মোট বাঘের সংখ্যার ৭০ শতাংশই রয়েছে

"বিশ্বে মোট বাঘের ৭০ শতাংশ, এশীয় প্রজাতির সিংহের ৭০ শতাংশ এবং মোট লেপার্ডের ৬০ শতাংশই ভারতে রয়েছে। আর এটাই ভারতের জৈব বৈচিত্র্যের উজ্জ্বল প্রতিফলন। যেহেতু বেড়াল প্রজাতির এই বন্যপ্রাণীরা খাদ্য-শৃঙ্খলের ওপরের দিকে রয়েছে এবং এদের সংখ্যায় ক্রমাগত বৃদ্ধির কারণ হ'ল অনুকূল বন্য পরিবেশ"

-প্রকাশ জাভড়েকর,
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী

মানুষ ও বন্যপ্রাণীর সংঘাত মোকাবিলা

জাতীয় বন্যপ্রাণ পর্ষদের স্থায়ী কমিটি ২০২১-এর ৫ জানুয়ারি মানুষ ও বন্যপ্রাণীর মধ্যে সংঘাত এড়ানোর ক্ষেত্রে একটি পরামর্শ সারা দেশে কার্যকর করার জন্য অনুমোদন করে। মানুষ ও বন্যপ্রাণীর মধ্যে সংঘাতপূর্ণ পরিস্থিতি মোকাবিলায় রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির কাছে এই পরামর্শ একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার।

২২টি সঙ্কটগ্রস্ত বিলুপ্তপ্রায় বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত

সঙ্কটগ্রস্ত বিলুপ্তপ্রায় বন্যপ্রাণীর সুরক্ষায় সরকার একটি সংরক্ষণমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। ২০২১ সালের জানুয়ারিতে মাঝারি আকারের বন্য বেড়াল ক্যারাকল'কে সঙ্কটগ্রস্ত বিলুপ্তপ্রায় বন্যপ্রাণীর তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর ফলে, সংরক্ষণমূলক কর্মসূচির আওতায় বন্যপ্রাণীর সংখ্যা বেড়ে ২২। সঙ্কটগ্রস্ত বিলুপ্তপ্রায় বন্যপ্রাণীর মধ্যে রয়েছে - তুষার চিতা, ফ্লোরিকান সহ ইন্ডিয়ান বাস্টার্ড, শুশুক, হাঙ্গুল, নীলগিরি থর, সামুদ্রিক কচ্ছপ, এডিবল নেস্ট সুইফটলেট, এশীয় প্রজাতির বন্য মহিষ, নিকোবর মেগাপোড, মণিপুর ব্রো-অ্যান্টেলার্ড ডিয়ার, শকুন, মালাবার সিভেট, এক খড়্গবিশিষ্ট গন্ডার, এশীয় প্রজাতির সিংহ, স্বয়াম্প ডিয়ার, নর্দান রিভার টেরাপিন, মেঘলা চিতা, তিমি, রেড পান্ডা প্রভৃতি।

সরকার সংরক্ষিত এলাকাগুলির সুদক্ষ পরিচালনায় ক্রমতালিকা তৈরি করবে এবং সেরা কাজের জন্য স্বীকৃতি দেবে

২০২১ থেকে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রক ১০টি সেরা জাতীয় উদ্যান, ৫টি উপকূল ও সামুদ্রিক পার্ক এবং ৫টি সেরা চিড়িয়াখানার ক্রমতালিকা তৈরি করে তাদের পুরস্কৃত করবে। মন্ত্রক ইতিমধ্যেই ১৪৬টি জাতীয় উদ্যান ও বন্যপ্রাণ অভয়ারণ্যের ক্ষেত্রে সুদক্ষ পরিচালনায় মাপকাঠি নির্ধারণ সংক্রান্ত পদ্ধতি জারি করেছে।

সংরক্ষিত এলাকার পরিধি বৃদ্ধি

দেশে বনাঞ্চলের পরিধি লক্ষ্যণীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। সংরক্ষিত এলাকার সীমানাও বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৪'তে সংরক্ষিত এলাকার সংখ্যা ছিল ৬৯২। ২০১৯ সালে এই সংখ্যা বেড়ে ৮৬০ হয়েছে। কম্যুনিটি রিজার্ভের সংখ্যা ২০১৪'র ৪৩ থেকে বেড়ে ২০১৯-এ ১০০ হয়েছে।

বন্যপ্রাণী সুরক্ষায় আরও উদ্যোগ

ভারতীয় গন্ডার সংরক্ষণ পরিকল্পনা ২০২০ : বর্তমান গন্ডারের সংখ্যা বাড়ানোর জন্য একাধিক প্রয়াস গ্রহণ করা হয়েছে। এই পরিকল্পনার মাধ্যমে গন্ডারের বাসস্থানের এলাকা অনুযায়ী সংখ্যার-ভিত্তিতে সমানুপাতিক হার বজায় রাখার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। বর্তমানে এক খড়্গবিশিষ্ট গন্ডারের ৭৫ শতাংশই আসাম, উত্তরাখন্ড ও পশ্চিমবঙ্গের বন্য পরিবেশে বিচরণ করে।

প্রোজেক্ট ডলফিন : নদনদী ও সামুদ্রিক ডলফিনের সংরক্ষণ ও সুরক্ষায় ২০২০'তে এই কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। সরকার নদনদীর ডলফিনকে জাতীয় জলজ প্রাণী হিসাবে ঘোষণা করেছে। নদীর ডলফিনের ওপর পরিচালিত এক সমীক্ষা অনুযায়ী, গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের মূল প্রবাহে ডলফিনের সংখ্যা স্থিতিশীল রয়েছে বলে জানা গেছে। অবশ্য, নদনদীগুলির শাখা-উপশাখায় ডলফিনের সংখ্যা কমেছে। নদী ডলফিন সংরক্ষণ কর্মপরিকল্পনার আওতায় গঙ্গানদীর ডলফিনের গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক বাসস্থান হিসাবে গঙ্গা নদীকে সংরক্ষিত আবাস এলাকা হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে।

জাতীয় কচ্ছপ সংরক্ষণ পরিকল্পনা : ভারতে সামুদ্রিক কচ্ছপ সংরক্ষণে সরকার ২০২১ সালের জানুয়ারিতে এই পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করে। এই কর্মপরিকল্পনার উদ্দেশ্য হ'ল সামুদ্রিক কচ্ছপের জন্য এক স্বাস্থ্যকর সামুদ্রিক অনুকূল পরিবেশ গড়ে তোলা, যাতে সমন্বিত ও অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে জলজ এই প্রাণীটির সংরক্ষণ হয় ও সংখ্যা বাড়ানো যায়।

তুষার চিতা সংরক্ষণ পরিকল্পনা : ভারতে তুষার চিতা ও তার প্রাকৃতিক বাসস্থান সংরক্ষণ করা হয়ে আসছে। সরকার তুষার চিতার প্রাকৃতিক বাসস্থান অটুট রাখতে একাধিক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। তুষার চিতা ও তার বাসস্থানের সুরক্ষার ফলে হিমালয় থেকে সৃষ্ট গুরুত্বপূর্ণ নদনদীগুলির প্রবাহ সুনিশ্চিত হয়েছে। সরকার তুষার চিতাকে উচ্চ হিমালয় এলাকায় এক বিশেষ সংরক্ষিত

প্রাণি হিসাবে ঘোষণা করেছে।

হাতি সংরক্ষণ : ২০১৭'র গণনা অনুযায়ী, ভারতে এশীয় প্রজাতির হাতির সংখ্যা সর্বাধিক ২৯,৯৬৪। এশীয় প্রজাতির ৬০ শতাংশের বেশি হাতি ভারতে প্রাকৃতিক পরিবেশে সুরক্ষিত। এছাড়াও, দেশে বন্দী দশায় থাকা হাতির সংখ্যা প্রায় ২,৭০০। ভারত সরকার ভারতীয় হাতিকে জাতীয় ঐতিহ্যবাহী পশু হিসাবে ঘোষণা করেছে।

শকুন সংরক্ষণ কর্মপরিকল্পনা ২০২০-২৫ : ভারতে বন্য পরিবেশে ৯টি প্রজাতির শকুন রয়েছে। অবশ্য, ৩টি প্রজাতি – হোয়াইট ব্যাকড্, স্লেন্ডার বিল্ড এবং লং বিল্ড শকুনের সংখ্যা লক্ষণীয়ভাবে হ্রাস পেয়েছে। ২০২০ সালে বিশ্ব বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ সংগঠন আইইউসিএন – এই ৩টি প্রজাতির শকুনকে অত্যন্ত সঙ্কটগ্রস্ত বিলুপ্তপ্রায় হিসাবে ঘোষণা করে। ভারতের নতুন এই কর্মপরিকল্পনা শকুনের সংখ্যা বাড়াতে ও তাদের সংরক্ষণে সাহায্য করবে। ■

ভ্যাকসিন মৈত্রী : বিশ্বকে ভারতের জীবনদায়ী উপহার

নেতৃত্ব ও বন্ধুত্বের প্রকৃত পরীক্ষা হয় কঠিন সময়ে। ভারত করোনা ভাইরাস মহামারীর মোকাবিলা কেবল দক্ষতার সঙ্গেই করেনি, বরং ভারতেই তৈরি করোনা টিকা সরবরাহ করে ২০টিরও বেশি দেশকে সাহায্য করেছে

করোনা মহামারী শুরুর সময় প্রায় সর্বত্রই এরকম একটা উদ্বেগ ছিল যে, যদি ভারত দক্ষতার সঙ্গে এই মহামারীর মোকাবিলা করতে না পারে, তা হলে কেবল ভারতের কাছেই নয়, বরং সমগ্র মানব জাতির পক্ষেই তা জটিল সঙ্কট হয়ে দাঁড়াবে। মৃত্যুর সংখ্যা হবে অতীত। কারোরই ধারণা ছিল না যে, অজানা এক শত্রু কি ক্ষতি করতে পারে! এমনকি, কারও কাছেই সংক্রমণ প্রতিরোধ এবং দেশের নাগরিকদের সুরক্ষার জন্য নির্দিষ্ট কোনও প্রোটোকল বা বিধিও ছিল না। কিন্তু, কড়া সিদ্ধান্ত, যথাযথ চিন্তাভাবনা এবং প্রস্তুতির ফলে ভারত সাফল্যের সঙ্গে মহামারী মোকাবিলায় সক্ষম হয়েছে। আজ ভারত বিশ্বে ১০০টিরও বেশি দেশের কাছে আশার আলো দেখাতে পেরেছে।

সম্প্রতি রাজ্যসভায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, আজ করোনা বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখার ক্ষেত্রে ভারতকে এক নতুন মাত্রা দিয়েছে। প্রাথমিকভাবে যখন জানাই যায়নি, কোন ওষুধ বা টিকা এই মহামারীর বিরুদ্ধে লড়াই চালাবে, তখন সমগ্র বিশ্বের নজর পড়ে ভারতীয় ওষুধপত্রের ওপর। ভারত বিশ্বের কাছে ঔষধালয় হয়ে উঠেছে। কেবল ভারত থেকেই মহামারীর সময় ১৫০টি দেশে ওষুধপত্র সরবরাহ করা হয়েছে। তাই, আমরা মানবজাতির সুরক্ষায় খুব বেশি পিছিয়ে নেই। কেবল তাই নয়, সারা বিশ্ব গর্বের সঙ্গে স্বীকার করছে যে, বিশ্ববাসী ভারতীয় টিকা পেয়েছে।

ভারতে বিশ্বের বৃহত্তম টিকাকরণ অভিযান

ভারতে যেভাবে করোনায় আক্রান্তের ঘটনা দ্রুত হারে কমছে, তা দেখে এটা বলা যেতেই পারে যে, দেশ খুব শীঘ্রই মহামারীকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যাবে। বর্তমানে বিশ্বের বৃহত্তম টিকাকরণ কর্মসূচি ভারতে চলছে। ২০২১ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত কোভিড-১৯ এর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ১ কোটি মানুষের টিকাকরণ হয়েছে। ভারতে প্রতি ১০ লক্ষে সুস্পষ্টভাবে করোনায় আক্রান্তের হার ১০৪, যা বিশ্বে অন্যতম সর্বনিম্ন। জাতীয় স্তরে সুস্থতার হার বেড়ে ৯৭.২৬ শতাংশ হয়েছে, যা বিশ্বে অন্যতম সর্বাধিক।

দাওয়াই ভি, কড়াই ভি

(পরিসংখ্যান ২০২০'র ১৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত)

১,০১,৮৮,০০৭ মোট টিকাকরণ	২০.৯৪	কোটি নমুনা পরীক্ষা
১,৩৯,৫৪২ আক্রান্তের সংখ্যা	১,০৬,৬৭,৭৪১ সুস্থতার সংখ্যা	৯৭.৩০% সুস্থতার হার

মৃত্যু হার (১.৪২%) মোট মৃত্যু - ১,৫৬,১১১

টিকাকরণ সম্পর্কিত তথ্যের জন্য আরোগ্য সেতু অ্যাপ

স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে আরোগ্য সেতু অ্যাপ বিশ্বে সবচেয়ে বেশি ডাউনলোড করা হয়েছে। কো-উইন অ্যাপ ডেটাবেসের সঙ্গে এই অ্যাপটির যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছে। এই যোগসূত্র স্থাপিত হওয়ার ফলে অ্যাপ ব্যবহারকারীরা এখন থেকে চলতি টিকাকরণ অভিযান সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য জানতে পারবেন। এছাড়াও, ব্যবাহারকারীরা এই অ্যাপের মাধ্যমে টিকাকরণের শংসাপত্র পেয়ে যাবেন।

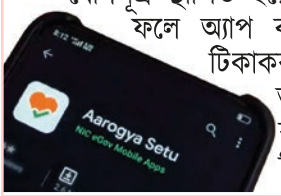

বিশ্বের কাছে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দেওয়া

নেপাল, বাংলাদেশ, ভুটান, মালদ্বীপ, সেশেলস, মায়ানমার ও মরিশাসের পর ভারতে তৈরি টিকা বার্বাডোজ ও ডোমিনিকাতে পাঠানো হয়েছে। এছাড়াও, ভারতের এই টিকা ব্রাজিল, সৌদি আরব, দক্ষিণ আফ্রিকা ও মরক্কোতেও সরবরাহ করা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত ২০টিরও বেশি দেশ ২.২৯ কোটিরও বেশি করোনা টিকা পেয়েছে। ■

এক সুস্থ ভারতের লক্ষ্যে

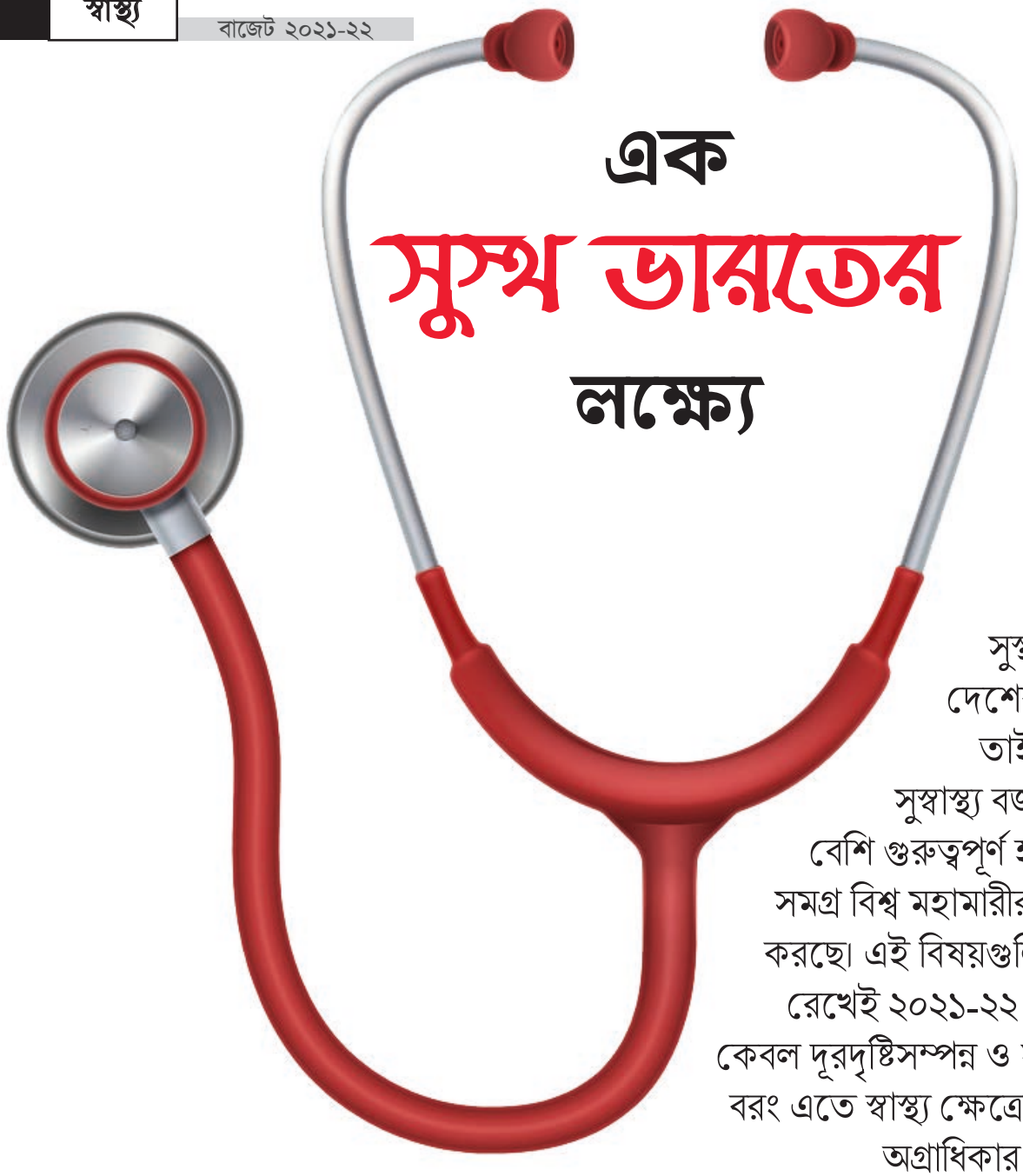

প্রকৃত অর্থেই সুস্থ-সবল নাগরিক দেশের কাছে সম্পদ। তাই, সর্বসাধারণের সুস্বাস্থ্য বজায় রাখা আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে, যখন সমগ্র বিশ্ব মহামারীর বিরুদ্ধে লড়াই করছে। এই বিষয়গুলিকে বিবেচনায় রেখেই ২০২১-২২ সাধারণ বাজেট কেবল দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ও সুদূরপ্রসারী নয়, বরং এতে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রের ওপর সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে

মানুষের স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে বিনিয়োগের জন্য প্রয়োজন হয় যথাযথ পরিকল্পানা এবং সরকারের দৃঢ় মনোভাব। ২০২১-২২ সাধারণ বাজেট এমন একটি বাজেট, যেখানে বিগত বাজেটগুলির তুলনায় স্বাস্থ্য ও রোগী কল্যাণ ক্ষেত্রে বরাদ্দের পরিমাণ লক্ষ্যণীয় হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। এবারের বাজেটে স্বাস্থ্য ও রোগী কল্যাণ ক্ষেত্রকে ৬টি মৌলিক স্তম্ভের অন্যতম একটি বলে স্বীকার করা হয়েছে। ২০২১-২২ এর বাজেটে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে বরাদ্দের পরিমাণ ২০২০-২১ এ বরাদ্দ ৯৪,৪৫২ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ২,২৩,৮৪৬ কোটি টাকা হয়েছে।

স্বাস্থ্য ও রোগী কল্যাণ ক্ষেত্রে বাজেট বরাদ্দে এই বিপুল বৃদ্ধি স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে ব্যয় বরাদ্দ বৃদ্ধির ক্রমবর্ধমান প্রবণতাকেই প্রতিফলিত করে। ২০১৪ থেকেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে একাধিক নাগরিক-কেন্দ্রিক উদ্যোগের সূচনা হয়েছে। আর এ থেকেই স্বাস্থ্য ও রোগী কল্যাণ ক্ষেত্রে সরকারের দূরদৃষ্টি ও অঙ্গীকারের প্রমাণ মেলে। বাজেট বরাদ্দে বৃদ্ধি, অভিনব উদ্যোগ, স্বাস্থ্য গবেষণা ও স্বাস্থ্য পরিষেবা ব্যবস্থা সুদৃঢ়করণের ফলে ভারত শীঘ্রই জনস্বাস্থ্য ক্ষেত্রে বিশ্বের অগ্রণী দেশ হয়ে উঠে অন্যান্য দেশের কাছে দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে।

নতুনত্ব কি?

সদ্য ঘোষিত কেন্দ্রীয় সহায়তাপুষ্ট প্রধানমন্ত্রী আত্মনির্ভর সুস্থ ভারত যোজনার জন্য ছ'বছরে বরাদ্দের পরিমাণ ৬৪,১৮০ কোটি টাকা। এই কর্মসূচির ফলে প্রাইমারী, সেকেন্ডারী এবং টার্সিয়ারি চিকিৎসা পরিকাঠামো মজবুত হবে, স্বাস্থ্য পরিষেবা ব্যবস্থা আরও সুদৃঢ় হবে, নতুন ধরনের রোগ-ব্যাধি নির্ণয় ও তার প্রতিকারের জন্য উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠবে। সর্বোপরি, জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন আরও সুবিন্যস্ত হবে। প্রধানমন্ত্রী আত্মনির্ভর সুস্থ ভারত যোজনার ফলে ভারতের জনস্বাস্থ্য পরিকাঠামো ক্ষেত্রে অভাবনীয় অগ্রগতি হবে। দেশের ৫টি অঞ্চলে ন্যাশনাল সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হবে এবং ২০টি মেট্রো পলিটান স্বাস্থ্য নজরদারি ইউনিট স্থাপন করা হবে। সমস্ত সরকারি চিকিৎসা পরীক্ষাগারের সঙ্গে আন্তঃসংযোগ গড়ে তুলতে রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সুসংবদ্ধ তথ্য সম্বলিত পোর্টালটির ব্যবহার শুরু করা হবে। এছাড়াও, ১৭টি নতুন সরকারি স্বাস্থ্য ইউনিট চালু করা হবে।

এই কর্মসূচির প্রধান বৈশিষ্ট্য:

- ১৭,৭৭৮টি গ্রামীণ এবং ১১,০২৪টি শহরাঞ্চলীয় স্বাস্থ্য ও রোগী কল্যাণ কেন্দ্রকে সাহায্য দেওয়া
- সমস্ত জেলায় সুসংবদ্ধ সরকারি চিকিৎসা পরীক্ষাগার স্থাপন এবং ১১টি রাজ্যে ৩,৩৮২টি ব্লকস্তরীয় সরকারি স্বাস্থ্য কেন্দ্র গড়ে তোলা
- ৬০২টি জেলায় ক্রিটিকাল কেয়ার হসপিটাল ব্লক গড়ে তোলা এবং ১২টি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন
- ন্যাশনাল সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল প্রতিষ্ঠানের আরও মানোন্নয়ন

মন্ত্রক/দপ্তর	প্রকৃত ২০১৯-২০ (কোটি টাকায়)	বাজেট বরাদ্দ ২০২০-২১ (কোটি টাকায়)	বাজেট বরাদ্দ ২০২১-২২ (কোটি টাকায়)
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর	৬২,৩৯৭	৬৫,০৯২	৭১,২৬৯
স্বাস্থ্য গবেষণা দপ্তর	১,৯৩৪	২,১০০	২,৬৬৩
আয়ুষ মন্ত্রক	১,৭৮৪	২,১২২	২,৯৭০
কোভিড সম্পর্কিত বিশেষ সংস্থান			
টিকাকরণ			৩৫,০০০
পানীয় জল ও স্বাস্থ্যবিধান দপ্তর	১৮,২৬৪	২১,৫১৮	৬০,০৩০
পুষ্টি	১,৮৮০	৩,৭০০	২,৭০০
পানীয় জল ও স্বাস্থ্যবিধান খাতে অর্থ কমিশনের অনুদান			৩৬,০২২
স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে অর্থ কমিশনের অনুদান			১৩,১৯২
মোট	৮৬,২৫৯	৯৪,৪৫২	২,২৩,৮৪৬

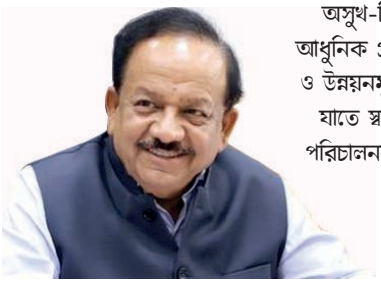

"যে কোনও দেশের মজবুত ও নমনীয় স্বাস্থ্য ব্যবস্থা গড়ে ওঠে এক সুদৃঢ় প্রাইমারী, সেকেন্ডারী ও টার্সিয়ারী স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর ওপর। এর সঙ্গে সমানভাবে প্রয়োজন অসুখ-বিসুখ নির্ণয় ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে নজরদারির জন্য আধুনিক প্রতিষ্ঠানের। এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে গবেষণা ও উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠানগুলির যোগসূত্র গড়ে তুলতে হবে, যাতে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত নীতি ও কর্মপরিকল্পনা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য সর্বাধুনিক অনুসন্ধানের সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যায়"

স্বাস্থ্য মন্ত্রী, ডাঃ হর্ষবর্ধন

ভারত এবং কোভিড-১৯ মোকাবিলায় পদক্ষেপ

করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে এবং কোভিড-১৯ টিকা উদ্ভাবনের দিক থেকে ভারত দৃঢ়তার সঙ্গে নিজেকে বিশ্বের অগ্রণী দেশ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। ১৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ভারতে মোট ২০.৬৭ কোটি নমুনা পরীক্ষা হয়েছে। এর মধ্যে ১.০৯ কোটি মানুষ কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত হয়েছেন এবং ১.০৬ কোটি মানুষ সুস্থ হয়েছেন। কোভিড-১৯ সংক্রান্ত চিকিৎসা সরঞ্জাম উৎপাদনে ভারত এখন আত্মনির্ভর হয়ে উঠে এই সমস্ত সামগ্রী রপ্তানিও করছে।

করোনা ভাইরাস টিকার জন্য ৩৫ হাজার কোটি টাকা:

৩৫ হাজার কোটি টাকার বাজেট সংস্থান করে কোভিড-১৯ এর বিরুদ্ধে দেশের লড়াই আরও জোরদার হয়েছে। ভারতের নেতৃত্বদানের ক্ষমতা উৎপাদনের ক্ষেত্রে সক্ষমতা এবং দ্রুততার সঙ্গে টিকাকরণের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হচ্ছে। ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত ১৫.৮৭ লক্ষ সুফলভোগীর টিকাকরণ হয়েছে।

আরও ২০টি টিকা উদ্ভাবনের পথে :

ভারতে আরও ১৮-২০টি টিকার উদ্ভাবন নিয়ে নিরন্তর কাজ চলছে। এই টিকাগুলি যোগ্যতা প্রমাণের বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে। কয়েকটি টিকা প্রি-ক্লিনিকাল ট্রায়ালে রয়েছে। অন্য কয়েকটি টিকার ক্লিনিকাল ট্রায়াল শুরুর পথে। ইতিমধ্যেই কয়েকটি টিকার প্রথম পর্বের, কয়েকটি দ্বিতীয় পর্বের এবং অন্য কয়েকটির তৃতীয় পর্বের ট্রায়াল শেষ হয়েছে। আগামী কয়েক মাসেই কয়েকটি টিকা সরকারের কাছে এসে যাবে। এমনকি, ভারত বহু দেশকে টিকা রপ্তানিও করছে। ■

ভারত তার বীর সন্তানদের যোগ্য সম্মান দিচ্ছে

ভারত যখন স্বাধীনতার ৭৫তম বর্ষে পদার্পণ করতে চলেছে, তখন সরকার এটা উপলব্ধি করে যে, যাঁরা স্বাধীনতার জন্য অসামান্য অবদান রেখেছিলেন, তাঁদের স্মরণ করাও সমান তাৎপর্যপূর্ণ। এরকমই এক অসামান্য ব্যক্তিত্ব হলেন মহারাজা সুহেলদেব। প্রধানমন্ত্রী ২০২১ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি উত্তর প্রদেশের বাহারাইচ জেলায় মহারাজা সুহেলদেব স্মৃতিসৌধ এবং চিত্তৌরা হ্রদের উন্নয়নমূলক কাজের শিলান্যাস করে দেশবাসীর সঙ্গে তাঁকে স্মরণ করেন।

> ভারতীয়ত্বের সুরক্ষায় মহারাজা সুহেলদেবের অবদান উপেক্ষা করা হয়েছে। অবধ, তরাই এবং পূর্বাঞ্চলের লোকগাথার মাধ্যমে মানুষের মনে মহারাজা সুহেলদেব জীবন্ত থেকেছেন। অবশ্য, পাঠ্যপুস্তকে তাঁকে উপেক্ষা করা হয়েছে
>
> **প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী**

প্রধানমন্ত্রীর পুরো ভাষণ শোনার জন্য কিউআর কোডটি স্ক্যান করুন

যেকোনও দেশ ও সংস্কৃতির জন্য যাঁরা জন্মভূমির প্রতি নিজেদের বিসর্জন দিয়েছেন, তাঁদের সকলকে স্মরণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এরকমই একজন ভারতমাতার সন্তান মহারাজা সুহেলদেবকে স্মরণ করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, ভারত যখন স্বাধীনতার ৭৫তম বর্ষে পদার্পণ করতে চলেছে, তখন মহারাজা সুহেলদবের মতো ব্যক্তিত্বের অবদান অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। শ্রাবস্তির রাজা ছিলেন মহারাজা সুহেলদেব যিনি তাঁর সাহসিকতার জন্য পরিচিত ছিলেন। একাদশ শতাব্দীতে এক লড়াইয়ে তিনি গজনির মাহমুদের আত্মীয় গাজী সৈয়দ সালর মাসুদকে হত্যা করেছিলেন। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, ভারত ও ভারতীয়ত্ব অক্ষুণ্ন রাখার জন্য যাঁরা সবকিছু বিসর্জন দিয়েছিলেন, তাঁদের ইতিহাসের পাতায় যোগ্য সম্মান দেওয়া হয়নি। তাই, ইতিহাস রচয়িতাদের দ্বারা ভারতীয় ইতিহাসের সৃষ্টিকর্তাদের প্রতি এই অনিয়ম ও অবিচার সংশোধন করার উদ্যোগ নিয়েছে এই সরকার।

২০২১ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি মহারাজা সুহেলদেবের বার্ষিকীতে প্রধানমন্ত্রী বাহারাইচ জেলায় তাঁর স্মৃতিসৌধ এবং চিত্তৌর হ্রদের উন্নয়নমূলক কাজকর্মের শিলান্যাস করে তাঁকে স্মরণ করেন।

“আত্মনির্ভর ভারতে রূপান্তরই হবে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতি শ্রদ্ধা”

ভারত যখন স্বাধীনতার ৭৫তম বর্ষে পদার্পণ করতে চলেছে, তখন দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে অন্যতম মাইলফলক ‘চৌরিচৌরা’ ঘটনার শতবর্ষের সূচনা হচ্ছে। স্থানীয় শিল্পকলা, সংস্কৃতি ও আত্মনির্ভরতার সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন বিষয়কে শতবর্ষ উদযাপন অনুষ্ঠানে যুক্ত করার চেষ্টা হয়েছে। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতি এটাই হবে প্রকৃত শ্রদ্ধা

স্বাধীনতার লক্ষ্যে ভারতের লড়াইয়ে গণঅংশগ্রহণ ছিল অন্যতম বড় হাতিয়ার। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে এমন অসংখ্য ঘটনা রয়েছে, যেগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। এরকমই একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা ঘটেছিল ১৯২১ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি চৌরিচৌরায়। শতবর্ষ আগে এই ঘটনায় ক্রুদ্ধ জনতা সেদিন ব্রিটিশ শাসকদের একটি থানা পুড়িয়ে দিয়েছিল। এই ঘটনা দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে এক নতুন দিশা স্থির করেছিল। সেদিনের চৌরিচৌরায় ঐতিহাসিক এই ঘটনাকে এখন যথাযোগ্য গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। ২০২১ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ‘চৌরিচৌরা’ শতবর্ষ উদযাপন অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। এই উপলক্ষে তিনি একটি ডাকটিকিটও প্রকাশ করেন।

সমবেত শক্তির ফলেই সেদিন দাসত্বের শেকল ভেঙ্গে ফেলা সম্ভব হয়েছিল। আর আজ এই একই সমবেত শক্তি আত্মনির্ভর ভারত অভিযানের ভিত্তি। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, “আমাদের দৃঢ় সংকল্প নিতে হবে যে, দেশের একতা এবং দেশের প্রতি সম্মানই আমাদের কাছে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। এই মানসিকতাকে সম্বল করেই আমাদের প্রত্যেক দেশবাসীর সঙ্গে এগিয়ে চলতে হবে”।

প্রধানমন্ত্রীর ভাষণের গুরুত্বপূর্ণ কিছু অংশ

- **শতবর্ষ আগে চৌরিচৌরায় একটি থানায় অগ্নি সংযোগ কোনও সাধারণ ঘটনা নয়। অগ্নি সংযোগের মধ্যে ছিল এক বিশেষ বার্তা। কেবল পুলিশ থানাই জ্বালিয়ে দেওয়া হয়নি, সাধারণ মানুষের হৃদয়ের আগুন এই ঘটনার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছিল**
- **ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে চৌরিচৌরার এক বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। এমনকি, স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এটাও অত্যন্ত বিরল, যেখানে একটি ঘটনার জন্য ১৯ জন বিপ্লবীকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল**
- **২০২১ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি থেকে এক বছর চৌরিচৌরার ঘটনা উদযাপন করা হবে**
- **আমরা একইসঙ্গে বাবা রাঘবদাস ও মহামানা মদন মোহন মালব্যকে শ্রদ্ধা জানাবো এবং প্রায় ১৫০ জন স্বাধীনতা সংগ্রামীকে ফাঁসির কবল থেকে মুক্ত করতে তাঁদের প্রচেষ্টার কথা স্মরণ করবো**
- **কৃষকদের আত্মনির্ভর করে তুলতে বিগত ৬ বছর ধরে ধারাবাহিকভাবে চেষ্টা চালানো হচ্ছে**

এই উপলক্ষে তিনি মহারাজা সুহেলদেব নামাঙ্কিত মেডিকেল কলেজ ভবনের উদ্বোধন করেন। প্রধানমন্ত্রী মহারাজা সুহেলদেবকে একজন সংবেদনশীল ও প্রগতিবাদী শাসক হিসাবে স্মরণ করে বলেন, মেডিকেল কলেজ স্থাপন এবং স্বাস্থ্য পরিষেবা সুযোগ-সুবিধার সম্প্রসারণের ফলে স্থানীয় মানুষের জীবনযাপন আরও সহজ হবে। মহারাজা সুহেলদেবের স্মৃতিসৌধ আগামী প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করার পাশাপাশি, পর্যটনের প্রসার ঘটাবে। আর এটাই হবে রাজার প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা।

প্রধানমন্ত্রী যথার্থই বলেছেন ইতিহাস, আস্থা ও আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে যুক্ত এই স্মৃতিসৌধ গড়ে তোলার উদ্দেশ্য হ’ল পর্যটনের প্রসার ঘটানো।

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, ভারতের ইতিহাস কেবল ঔপনিবেশিক শক্তি বা এ ধরনের মানসিকতা অবলম্বন করে লেখা হয়নি। ভারতের ইতিহাস সাধারণ মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে লালিত-পালিত হয়েছে এবং এই ইতিহাস এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্ম বহন করে চলেছে। ■

বিপর্যয়
থেকে রক্ষা ও উদ্ধারের জন্য
ভারতের উদ্যোগ

ভারতের অনন্য ভৌগলিক, জলবায়ু ও আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির কারণে বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড়, সুনামি, ভূমিকম্প, শহরাঞ্চলে বন্যা, ভূমিধ্বস, হড়পা বান, দাবানলের মতো বিভিন্ন বিপর্যয় ঘটে থাকে। এই সময় ভারতের বিপর্যয় মোকাবিলার সর্বোচ্চ সংস্থা জাতীয় বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ (এনডিএমএ) উদ্ধারকাজে এগিয়ে আসে। বছরের পর বছর ধরে ভারত, প্রমাণ করেছে যে শুধুমাত্র ক্ষতিপূরণ ও ত্রাণকাজের মধ্যে বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা সীমাবদ্ধ নেই

নিরাপদ ও বিপর্যয় প্রতিরোধী ভারত গড়ে তুলতে জাতীয় বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ (এনডিএমএ) সক্রিয়ভাবে কাজ করে। প্রাকৃতিক বিপর্যয় অথবা মনুষ্যসৃষ্ট বিপর্যয় কিংবা করোনা ভাইরাস মহামারি – সব ক্ষেত্রেই এনডিএমএ সামনের সারিতে দাঁড়িয়ে লড়াই করে।

বিপর্যয় ব্যবস্থাপনার সর্বোচ্চ সংস্থা হিসেবে এনডিএমএ, বিভিন্ন নীতি, পরিকল্পনা ও নীতি নির্দেশিকা তৈরি করে। যাতে বিপর্যয়ের সময় সময়োপযোগী এবং দক্ষভাবে পরিস্থিতির মোকাবিলা করা যায়। "প্রস্তুতি, প্রভাব হ্রাস করা এবং যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া" এই তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে এই সংস্থা উদ্যোগ গ্রহণ করে। সরকার, প্রাকৃতিক অথবা মনুষ্যসৃষ্ট বিপর্যয়ের মোকাবিলায় ক্ষয়ক্ষতি কমাতে একটি জাতীয় ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করেছে, এর ফলে সমস্ত সরকারী সংস্থা, অসরকারী প্রতিষ্ঠান এবং জনসাধারণ একযোগে অংশগ্রহণ করে পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে পারে। বিভিন্ন

ভারত কতটা ঝুঁকিপূর্ণ ?

দেশে মোট ৩৬টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মধ্যে ২৭টিই বিপর্যয় প্রবণ। মোট ভূখন্ডের ৫৮.৬ শতাংশ মাঝারি থেকে ভারী ভূমিকম্প প্রবণ; ১২ শতাংশ ভূখন্ডে বন্যা হওয়ার ঝুঁকি বেশি এবং নদীর মাধ্যমে ভূমিক্ষয় হয়। উপকূলবর্তী এলাকার ৫,৭০০ কিলোমিটার ঘূর্ণিঝড় ও সুনামি প্রবণ। পার্বত্য অঞ্চলে ভূমিধ্বস ও তুষার ধ্বসের ঝুঁকি রয়েছে। এর সঙ্গে অতিরিক্তভাবে শহরাঞ্চলে বন্যা, অগ্নিকান্ড, শিল্প সংস্থায় দুর্ঘটনা সহ রাসায়নিক, জৈব ও তেজস্ক্রিয় পদার্থের ফলে মনুষ্য সৃষ্ট বিভিন্ন বিপর্যয়ের ঝুঁকি রয়েছে। অপরিকল্পিত নগরায়ন, ঝুঁকিযুক্ত এলাকায় নির্মাণ কাজ সহ অন্যান্য নানা কারণে বিপর্যয়ের ঝুঁকি আরো বেড়েছে।

এনডিএমএ ও করোনা ভাইরাস

এনডিএমএ আইনের সাহায্যে ভারত, করোনা ভাইরাস মহামারির বিরুদ্ধে এই লড়াই লড়েছে। দেশজুড়ে ২০২০র ২৪শে মার্চ জাতীয় লকডাউন ঘোষণার আগেই বিভিন্ন ও রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা আইন কার্যকর হয়েছিল। এই আইনটি লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণ বাঁচিয়েছে এবং দেশকে বড় সঙ্কট থেকে রক্ষা করেছে। লকডাউনের সিদ্ধান্তের ফলে ভারতে মহামারি ছড়িয়ে পড়ার গতি হ্রাস পেয়েছে, যার ফলে ১৪ থেকে ২৯ লক্ষ মানুষের মধ্যে সংক্রমণ এবং ৩৭ থেকে ৭৮ হাজার মৃত্যু এড়ানো গেছে।

আপদা মিত্র : প্রকৃত বন্ধু

সরকার ২০১৫ সালে "আপদা মিত্র"–র সূচনা করে। বিপর্যয়ের সময় এর গুরুত্ব বোঝা যায়। এই প্রকল্পটিকে পাইলট প্রকল্পের থেকে এখন জন আন্দোলনের রূপ দেওয়া হচ্ছে। বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা ও ঝুঁকি কমানো এর মূল লক্ষ্য। স্বেচ্ছাসেবকরা ২০১৯ সালে ঘূর্ণিঝড় ফণির সময়ে ওডিশায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন; উত্তর প্রদেশের গোরখপুর জেলায় ২০২০র ২০শে আগস্ট নৌকাডুবির ঘটনায় ১৩৫ জনের জীবন রক্ষা করা হয়েছে; উত্তরাখন্ডের হরিদ্বারে ২০১৮ – ১৯ সালে কাওয়াড় যাত্রার সময় গঙ্গা নদীতে ডুবে যাওয়ার পর ১২৫ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে। মহিলা স্বেচ্ছাসেবকদের "আপদা সাথী" হিসেবে উল্লেখ করা হয়।

ধরণের বিপর্যয় এড়াতে প্রযুক্তিভিত্তিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। যাতে নিরাপদ ও বিপর্যয় প্রতিরোধী উদ্যমী ভারত গড়া যায়।

কিভাবে বছরের পর বছর বিপর্যয় প্রতিরোধে উদ্যোগের পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে

ভারতে, বিপর্যয় ব্যবস্থাপনাকে প্রথমে কৃষি দপ্তরের কাজ বলে ভাবা হতো। কারণ সেই সময়ে বিপর্যয়ের বিষয়টি কেবলমাত্র বন্যা ও খরার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী থাকার সময় নরেন্দ্র মোদী, এই ব্যবস্থার বাস্তবোচিত পরিবর্তন নিয়ে আসেন। ২০০১ সালে গুজরাটে ভয়াবহ ভূমিকম্প হয়েছিল। সরকার, এই বিপর্যয়ের মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত ছিল না। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে রাজ্যে দায়িত্ব গ্রহণ করার পর নরেন্দ্র মোদীর সময়ে নানাপরিবর্তন আনা হয়। প্রাথমিকভাবে যে পরিবর্তনগুলি তিনি করেছিলেন, তার মধ্যে ২০০৩ সালে গুজরাট রাজ্য বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা আইন প্রণয়ন করা ছিল উল্লেখযোগ্য। দেশে সেই প্রথম

এনডিএম জীবন রক্ষা করেছে :

বছরের পর বছর আবহাওয়ার পূর্বাভাস দেওয়ার ক্ষেত্রে ভারত, যথেষ্ট উন্নতি করেছে। এখন নিখুঁত ও সময়োচিত আগাম সতর্ক বার্তা ঘোষণা করা হয়। বিশেষ করে ঘূর্ণিঝড়ের ঘোষণাগুলি নিখুঁত হয়

নেপালে ২০১৪র এপ্রিলে হিমালয় সংলগ্ন এলাকায় যে ভূমিকম্প হয়েছিল, এনডিএমএ ভারত থেকে ত্রাণ ও উদ্ধার কাজ পরিচালনা করে। বিশেষজ্ঞ দল পরিস্থিতির দিকে নজর রেখেছিল এবং সব রকমের কারিগরি সহায়তা দিয়েছিল

এই আইনের বলে বিপর্যয় ব্যবস্থাপনাকে কৃষি দপ্তর থেকে বের করে আনা হয়। এই বিভাগকে সরাসরি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকেরআওতায় নিয়ে আসা হয়। এই আইন, কেন্দ্রের জন্য পরিকল্পনা তৈরিতে সাহায্য করে, সমগ্র দেশে বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা আইন তৈরি করা হয়। ২০০৫ সালে এনডিএমএ তৈরির জন্যআইন প্রণয়ন করা হয়। আইন অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী, এই সংস্থার শীর্ষে থাকেন। রাজ্যস্তরে বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের নেতৃত্ব দেন সংশ্লিষ্ট রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। ভারতে বিপর্যয় ব্যবস্থাপনার মোকাবিলায় এই ভাবে একটি সর্বাঙ্গীন ও সুসংহত উদ্যোগ বাস্তবায়িত করাহয়।

নরেন্দ্র মোদী ২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর, বিপর্যয় ব্যবস্থাপনায় সংস্কার নিয়ে আসেন। এনডিএমএ –কে শক্তিশালী করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। নিবিড় প্রশিক্ষণ ও সচেতনতার পাশাপাশি ২০১৫ সালে জাতীয় বিপর্যয় হেল্প লাইন ১০৭৮ চালু করা হয়।

এনডিএমএ, ২০১৫ সাল পর্যন্ত বিপর্যয় ব্যবস্থাপনার জন্য ১৮টি বিভিন্ন ধরণের জাতীয় বিপর্যয় ব্যবস্থাপনার নীতি – নির্দেশিকা তৈরি করে। এর মধ্যে ৫টি নীতি – নির্দেশিকা ২০১৪ – ১৫ সালেই করা হয়েছিল।

২০১৬ সালের ১লা জুন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, জাতীয় বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (এনডিএমপি) তৈরি করেন। বিপর্যয় ব্যবস্থাপনার জন্য দেশে এটিই প্রথম জাতীয় স্তরে পরিকল্পনা। এটি ছিল বিশ্বে প্রথম জাতীয় পরিকল্পনা, যা ২০১৫ – ২০৩০ সময়কালে বিপর্যয় সংক্রান্ত ঝুঁকি হ্রাসের সেনডাই ফ্রেমওয়ার্কের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে করা হয়েছে। ভারত, এই ফ্রেমওয়ার্কের স্বাক্ষরকারী অংশীদার। ২০১৯ সালে এই পরিকল্পনার সংস্কার করা হয়। প্রধানমন্ত্রীর পরিকল্পনায় ডিআরআর –এর উপর ১০টি বিষয় এখানে যুক্ত করা হয়।

এনডিএমএ, ২০১৯এবিপর্যয়ের ঝুঁকি হ্রাসের জন্য জাতীয় স্তরে বিভিন্ন সমস্যার মোকাবিলায় একটি নীতি – নির্দেশিকা প্রকাশ করে। ভারতই বিশ্বে প্রথম দেশ, যে এই ধরণের উদ্যোগ নিয়েছে। ■

উত্তরাখন্ডের চামোলিতে তুষারধ্বস

নিহত ৬১, নিখোঁজ ১৫৩

৭ই ফেব্রুয়ারী সকাল ১০টার সময় ঋষি গঙ্গা নদীর উজান এলাকায় একটি তুষারধ্বস হয়েছিল। উত্তরাখন্ডের চামোলি জেলার অলকানন্দার নদীর এই উপনদীতে এর ফলে জলস্তর হঠাৎ করে বেড়ে যায়। এই ঘটনার পর থেকে কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার পরিস্থিতির দিকে কড়া নজর রাখতে শুরু করে।

উপগ্রহ থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে ৫,৬০০ মিটার উচ্চতায় যে হিমবাহ থেকে ঋষিগঙ্গা নদীর উৎপত্তি, সেখানে ১৪ বর্গ কিলোমিটার এলাকায় ভূমিধ্বসের কারণে তুষারধ্বস হয়েছিল। এর ফলে ঋষিগঙ্গা নদীতে হড়পা বান হয়। সে কারণে ১৩.২ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন একটি ছোট জলবিদ্যুৎ প্রকল্প ধ্বংস হয়ে যায়। এই হড়পা বানের কারণে তপোবনে ধৌলি গঙ্গা নদীর উপর নির্মীয়মাণ ৫২০ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন এনটিপিসি–র জলবিদ্যুৎ প্রকল্পটিও ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে।

আটকে পড়া মানুষদের উদ্ধারের জন্য বিভিন্ন সংস্থা কাজ শুরু করে। কেন্দ্র, সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলিকে সমন্বয় বজায় রেখে কাজের নির্দেশ দেয়। রাজ্য প্রশাসনকেও সব রকমের সহায়তার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। ১৫ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত ৫১টি দেহ উদ্ধার হয়েছে এবং ১৫৩ জন নিখোঁজ ছিলেন। ত্রাণ কাজ পুরোদমে চলছে। ত্রাণ ও উদ্ধার কাজের জন্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, উত্তরাখন্ড সরকারকে সব রকমের সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন। ■

কেন্দ্রের নেওয়া পদক্ষেপ

- প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২৪ ঘন্টা পরিস্থিতির ওপর নজর রেখেছিলেন
- কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ ও পুনর্নবিকরণযোগ্য জ্বালানী দপ্তরের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী রাজ কুমার সিং, ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে ত্রাণ ও উদ্ধার কাজে তদারকি করেন
- আইটিবিপি একটি কন্ট্রোলরুম তৈরি করে। ত্রাণ ও উদ্ধার কাজের জন্য ৪৫০ জন কর্মীকে সব ধরণের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি দেওয়া হয়
- ত্রাণ ও উদ্ধার কাজে এনডিআরএফ -এর ৫টি দলকে কাজে লাগানো হয়
- ইঞ্জিনিয়ার টাস্কফোর্সের একটি দল সহ ভারতীয় সেনাবাহিনীর ৮টি দল উদ্ধার কাজে অংশ নেয়। ২টি অ্যাম্বুলেন্স সহ চিকিৎসকদের একটি দলকেও ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়। নৌবাহিনীর ডুবুরিদের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছায়
- ভারতীয় বিমান বাহিনীর ৫টি হেলিকপ্টার উদ্ধার কাজে অংশ নেয়। যোশীমঠে একটি কন্ট্রোলরুম খোলা হয়। সশস্ত্র সীমা বলের একটি দল এবং ডিআরডিও-র তুষারপাত নিয়ে পর্যবেক্ষণকারী দল এসএএসই -কে ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়

হাতে তৈরি কাগজ মোনপা

১০০০ বছরের প্রাচীন ঐতিহ্যের পুনরুজ্জীবন

অরুনাচল প্রদেশের তাওয়াং জেলার হাতে তৈরি কাগজ মোনপা বা "মন শুগু" বিলুপ্তির দিকে এগোচ্ছিল। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁর বেতার অনুষ্ঠান, মন কি বাত –এ এই কাগজের বিষয়ে উল্লেখ করার পর ১০০০ বছরের প্রাচীন ঐতিহ্য আবারও পুনরুজ্জীবিত হয়েছে

অরুনাচল প্রদেশের তাওয়াং জেলার সুন্দর পার্বত্য এলাকায় মোনপা উপজাতির বাস। মোনপারা হাতে তৈরি কাগজ "মন শুগু" বানাতে দক্ষ। শুগু শেং গুল্ম গাছের বাকল থেকে প্রাচীন কালে+ কাগজ তৈরি করা হত। এখানে গাছ কাটার প্রয়োজন নেই। তাওয়াংএ প্রত্যেক বাড়িতে এই কাগজ দিয়ে তৈরি নানান সামগ্রী দেখা যেত। কিন্তু গত ১০০ বছরে কাগজ তৈরির এই শিল্পটি ক্রমশ অবলুপ্তির দিকে এগোচ্ছিল।

"স্থানীয় মানুষেরা শুগু শেং গাছের বাকল থেকে এই কাগজ তৈরি করেন। এর জন্য গাছ কাটতে হয় না, এছাড়াও কোনো রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করতেও হয় না। তাই এই কাগজ পরিবেশের জন্য নিরাপদ ও স্বাস্থ্যের জন্যও"– প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যখন মন কি বাত অনুষ্ঠানে হাতে তৈরি কাগজ মোনপার সম্পর্কে বলেছিলেন, তখন এই শিল্পের কথা মানুষের কাছে পৌঁছেছিল।

মোনপা সম্পর্কে কিছু তথ্য

- **১০০০ বছর আগে মোনপা কাগজ তৈরি শুরু হয়**
- **এই কাগজের ওজন নেই, প্রাকৃতিক তন্তু যুক্ত এই কাগজ শক্তপোক্ত হওয়ায় বিভিন্ন শিল্পকর্ম করা যায়**
- **মসৃণ এই কাগজে লিখতেও সুবিধে**
- **বৌদ্ধলিপি, পুঁথিপত্র লেখার পাশাপাশি প্রার্থনার পতাকা তৈরিতেও এই কাগজ ব্যবহৃত হয়**
- **তিব্বত, ভুটান, মায়ানমার এবং জাপানের মতো বহু দেশে এই কাগজ রপ্তানি হত। কিন্তু প্রযুক্তির উন্নয়নের কারণে গত ১০০ বছর ধরে এটি বিলুপ্তির পথে চলে যাচ্ছিল, যা পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে**

কেভিআইসি –র মাধ্যমে মোনপার অনলাইনে বিক্রি

প্রধানমন্ত্রী এই কাগজের বিষয়ে জানানোর পর হাতে তৈরি কাগজ মোনপার চাহিদা দ্রুত বেড়ে যায়। খাদি ও গ্রামোদ্যোগ কমিশন (কেভিআইসি) তার পোর্টাল www.khadiindia.gov.in–এর মাধ্যমে কাগজ বিক্রি শুরু করে। প্রথম দিনেই ১০০ পাতা মোনপা কাগজ বিক্রি হয়েছে। এক একটি পাতার দাম ৫০ টাকা। মোনপা কাগজ শুধুমাত্র পরিবেশকে রক্ষাই করে না, স্থানীয় শিল্পীদের জন্য রোজগারের নতুন রাস্তাও খুলে দিয়েছে। ▪

নরেন্দ্র মোদী @narendramodi

প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে আত্মনির্ভরতার পথে আমাদের সফরের একটি বিশেষ দিন। অর্জুন মেন ব্যাটেল ট্যাঙ্ক (এমকে-১এ) সেনাবাহিনীর হাতে তুলে দেওয়া হল। তামিলনাড়ুতে তৈরি এই ট্যাঙ্ক আমাদের সীমান্তকে রক্ষা করবে। এক ঝলক ভারতের একতা দর্শন।

রাজনাথ সিং @rajnathsingh

ভারতের বিদেশ মন্ত্রী @Dr.SJaishankar কোভিড পরবর্তী বিশ্বে কুটনীতির বিষয়ে একটি অন্তদৃষ্টিমূলক নিবন্ধ @Newsweek–এ লিখেছেন।
তাঁর লেখায় ভবিষ্যৎ পৃথিবী বহু – মেরু ,বহুত্ববাদ এবং ভারসাম্যযুক্ত হওয়ার বিষয়টি উল্লেখ আছে। ভারত এই পরিবর্তনে সাহায্য করবে। আপনারাও এই নিবন্ধটি পড়ুন

অমিত শাহ @AmitShah

ভারতের বিদেশ মন্ত্রী @Dr.SJaishankar কোভিড পরবর্তী বিশ্বে কুটনীতির বিষয়ে একটি অন্তদৃষ্টিমূলক নিবন্ধ @Newsweek–এ লিখেছেন।
তাঁর লেখায় ভবিষ্যৎ পৃথিবী বহু – মেরু ,বহুত্ববাদ এবং ভারসাম্যযুক্ত হওয়ার বিষয়টি উল্লেখ আছে। ভারত এই পরিবর্তনে সাহায্য করবে। আপনারাও এই নিবন্ধটি পড়ুন

নীতিন গড়করি @nitin_gadkari

উদ্ভাবনের মাধ্যমে ব্যয় সাশ্রয়ের অঙ্গ হিসেবে আমাদের উদ্যোগ অব্যাহত। আকরিক, ছাঁট, ফেলে দেওয়া টুকরো থেকে উৎপন্ন ইস্পাত জাতীয় সড়ক নির্মাণের কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। তবে, সেই ইস্পাতের গুণমান যাচাইও করা হচ্ছে।

ড.এস.জয়শঙ্কর @Dr.SJaishankar

জাপানের সঙ্গে দৃঢ় সহযোগিতার ফলে বিশেষ করে আসামের উন্নয়নের কাজে পার্থক্য নজরে আসছে।
অ্যাক্ট ইস্ট নীতির মধ্য দিয়ে আমাদের পূর্ব এবং উত্তরপূর্বের রাজ্যগুলির সম্পদের ব্যবহারের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

ড. জিতেন্দ্র সিং @Dr.JitendraSingh

#NewNortheast

MIB India #StayHo...

উত্তর পূর্বাঞ্চল #COVID19 মহামারির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে কেন্দ্রের থেকে প্রচুর তহবিল পেয়েছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী @Dr.JitendraSingh

Modi breaks down in RS as he bids adieu to Ghulam Nabi Azad

V-P Venkaiah Naidu describes Azad as a voice of sanity in public life

OUR BUREAU
New Delhi, February 9

Prime Minister Narendra Modi teared up, choking while he bade farewell to the Leader of Opposition in the Rajya Sabha Ghulam Nabi Azad on Tuesday.

Azad's term comes to an end on February 15 along with three other MPs from Jammu and Kashmir.

Pranab Mukherjee's efforts when people from Gujarat were stuck in Kashmir in the terror attack. That night, Ghulam Nabiji called me," recounted the PM, choking, drinking water. "He sounded concerned like people are concerned for their family. This is the kind of feeling he

Put nation first, go vocal for local, PM tells party

Akhilesh.Singh@timesgroup.com

New Delhi: Asserting his pride at having "nation first" at the core of BJP ideology, Prime Minister Narendra Modi on Thursday urged party cadres including lawmakers to adopt the principle of "vocal for local" in letter and spirit, which, he said will be a great push to make the country "self reliant" thereby fulfilling one of the ambition and vision of party ideologue

PM Narendra Modi addresses BJP workers on the occasion of 53rd death anniversary of Deen Dayal Upadhyay in Delhi on Thursday

party president (J P Nadda), party workers should approach the voters with positivity. People have seen our polices, intentions in the past six years and have rewarded us. We have to move forward with this very confidence. We shall succeed once again," the PM

the forthcoming assembly polls in five states including West Bengal, Tamil Nadu, Kerala, Assam and Puducherry.

Addressing party lawmakers on the occasion of "Samarpan Diwas" to mark the death anniversary of Deen Dayal Upadhyay, the PM said, "Make a list of how many India made products you use from morning till evening and how many are manufactured internationally. You will be shocked."

"We must get rid of such things. We must take responsibility to ensure that the local products made with the sweat and hard work of our workers are used by us," the PM said and added, "It doesn't mean that you start discarding your belongings... but more than 80% of our consumer products we use are not made in India."

India, Afghanistan in pact to build 2nd dam in Kabul

Modi, Ghani discuss development, terror, and bilateral ties at virtual meet

PRESS TRUST OF INDIA
New Delhi, 9 February

In a message of solidarity with Afghan people, Prime Minister Narendra Modi on Tuesday said "no external power" can stop the development of Afghanistan or its friendship with India and that both the neighbours want to see their region free from the "grave" threat of terrorism and extremism.

He also expressed concern over increasing incidents of violence in Afghanistan including cowardly targeting of innocent citizens, journalists and activists, and noted that India supports a comprehensive ceasefire to end the hostilities. Modi was speaking at a virtual meeting with Afghan President Ashraf Ghani which was organised to sign a 9 that would help in meeting the drinking water requirement of Kabul city.

"I want to assure every Afghan brother and sister, from Badakhshan to Nimroz

NARENDRA MODI, Prime minister
"NO EXTERNAL POWER CAN STOP THE DEVELOPMENT OF AFGHANISTAN, OR THE INDIA-AFGHANISTAN FRIENDSHIP"

Vaccination in city hits new high with 12k jabs

Anonna Dutt

NEW DELHI: For the first time in the national capital, over 12,000 people were vaccinated against the coronavirus disease (Covid-19) in a single day on Tuesday. A total of 12,717 health-care and front-line workers received the shot across 183 vaccination sites in Delhi.

This is an increase of 2,977 beneficiaries over Monday's 9,740 -- the highest number of people to be inoculated in a single day so far.

The uptick in numbers was largely owing to a special drive conducted to vaccinate police personnel -- some of the vaccination sites were exclusively kept aside to cater to them. At one such site at Lok Nayak Hospital, 57 of the 100 people who had been called in, received the shot. "Today, we started vaccinating front-line workers at our hospital. Of the 100 people who were called in, 57 turned up. Currently, we do not allow front-line workers to walk in out of turn," said one of the senior doctors at the hospital.

Health-care workers can walk in at any vaccination site and get the shot even if their

A health worker receives a Covishield vaccine jab at R Super Speciality Hospital.

last week.

However, Tuesday's vaccine coverage rate – proportion of people who received the shot among those targeted -- was just 69.1%, which, in comparison to previous vaccination days, is not all that remarkable. There were several days in the past when the city had seen a coverage rate of over 90%.

Two districts – north and north-east – saw over 100% coverage, with north-east registering 150%. "That was because of more front-line workers getting

Govt, Parliament have respect for farmers: PM in Lok Sabha

NEW DELHI, FEBRUARY 10

Speaking in the Lok Sabha during the motion of thanks on President's Address, PM Narendra Modi on Wednesday reached out to agitating farmers, saying the government and Parliament had great respect for them, which was why topmost ministers had been talking to them.

Once again accusing "andolanjeevis" of exploiting the "pavitra andolan" of the farmers, he urged the pro-

MANDIS, MSP TO STAY

testers to come forward for a dialogue. Amid disruptions by Opposition MPs, PM Modi defended the farm laws

ing these were enacted to meet new challenges in the agriculture sector. He allayed fears, saying neither any "mandi" had been shut

'RAIL ROKO' ON FEB 18: UNIONS

down nor had the MSP been discontinued, rather the

"No one asked for laws against dowry, triple talaq.... but these laws were enacted because they were

RNI No. :
DELBEN/2020/78825
March: 01-15, 2021

NEW INDIA
SAMACHAR
FORTNIGHTLY

RNI Registered No DELBEN/2020/78825 Delhi Postal License No DL (S)-1/3548/2020-22
WPP No U(S)-96/2020-22 posting at BPC, MEGHDOOT BHAWAN, New Delhi-110 001.
On 26-28 advance Fortnightly **(Publishing Date February 18, 2021, Pages-44)**

নাট্যাঞ্জলী

(মহা শিবরাত্রী - ১১ই মার্চ থেকে ১৫ই মার্চ)

মহা শিবরাত্রীর দিন থেকে তামিলনাড়ুর চিদম্বরমে ৫ দিনের নাট্যাঞ্জলী নৃত্য উৎসব প্রতি বছর অনুষ্ঠিত হয়। ১০০০ বছরের প্রাচীন চিদাম্বরম নটরাজ মন্দিরে আয়োজিত এই উৎসব নৃত্যের দেবতা ও মহাজাগতিক নৃত্য শিল্পী, নটরাজ দেবকে উৎসর্গ করা হয়। ভারতের সমৃদ্ধ নৃত্য শৈলীর সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার মেলবন্ধন, এই উৎসবে প্রতিফলিত। সারা বিশ্বের বিখ্যাত নৃত্য শিল্পীদের সঙ্গে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের শিল্পীরাও এই উৎসবে অংশ গ্রহণ করেন।

Bengali

Editor: **Jaideep Bhatnagar**, Principal Director General, PIB, New Delhi

Published & Printed by: Satyendra Prakash, Director General, BOC on behalf of Bureau of Outreach and Communication

Published from Bureau of Outreach and Communication, 2nd Floor, Soochna Bhawan, New Delhi -110003

Printed at Viba Press Pvt Ltd. C66/3, Okhla Ind Area Phase-II, New Delhi 20